৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৭ কার্ত্তিক – ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ঃ ৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 3, 4 November - 10 November, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

শুভ বিজয়া

আলিপুর বার্তার সকল পাঠক–পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রীকে

গভীর রাতে ইডি গ্রেফতার করার পর সকালে কোর্টে তুললে তার ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রায় শুনে অজ্ঞান হয়ে যান মন্ত্রী। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

রবিবার : ইসরায়েল–হামাস সংঘর্ষ থামাতে রাষ্ট্রপুঞ্জে

আনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দানে বিরত থাকল ভারত। অভিযোগ, জর্ডনের আনা প্রস্তাবে ছিল না হামাসের জঙ্গী হানার উল্লেখ।

সোমবার : কেরলের এরনাকুলাম জেলার কালামেসারি

এলাকায় সংস্কারপন্থী খ্রিস্টানদের এক প্রার্থনা সভায় পর পর বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় একজনের, আহত বেশ কয়েকজন। ডমিনিক মার্টিন নামে এক ব্যক্তি এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে।।

মঙ্গলবার : ১২ বছরেই উলটপুরাণ। টাটার যে কারখানা

ঘিরে জমি আন্দোলনে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেই কারখানা নিয়ে টাটাকে ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিল আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল।।

বুধবার : বৃষ্টি কমেছে, দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে, শরৎ গিয়ে

এসেছে হেমন্ত। তবে বাংলার পিছু ছাড়ে নি ডেঙ্গি। আরও দুজনের মৃত্যু হল এই সপ্তাহে। চলতি বছরের আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

বৃহস্পতিবার : উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের মেধা ও শূন্য পদের

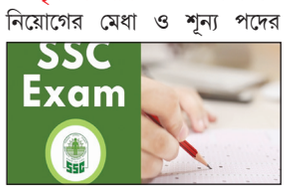

তালিকা প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। নাম রয়েছে ১৩ হাজার ৩৩৪ জনের। কাউন্সিলিং শুরু হবে ৬ নভেম্বর থেকে।

শুক্রবার : দ্বিতীয় সমনে সাড়া দিয়ে এথিক্স কমিটির

সামনে হাজিরা দিলেন ক্যাশ ফর কোশ্চেন কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল দল নির্বাচিত সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অভিযোগে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ডেস্কে আছড়ে পড়ছে রেশন দুর্নীতির হরেক রকম অভিযোগ

সদিচ্ছার অভাবে অধরা সমাধান

ওঙ্কার মিত্র

আজ থেকে ৯৮ বছর আগে ১৯২৫ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'প্রার্থনা কর–যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/যেন লেখা হয় আমার রক্ত–লেখায় তাদের সর্বনাশ।' হুগলিতে বসে তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় এই দুটি লাইনে কবি উগরে দিয়েছিলেন ক্ষুধার্ত পরাধীন ভারতবাসীর ক্ষোভ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিজলী' পত্রিকায়। পরে ১৯২৮ সালে 'সঞ্চিতা' কাব্য গ্রন্থে স্থান পায় এটি।

আজ ২০২৩ সাল। ভারত পেরিয়েছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর। কিন্তু শাসক দেশী হলেও পাল্টাতে পারে নি তার চরিত্র। ফলে শাসকের মুখ, রং, দল পাল্টালেও রেশনে পাওয়া কাঁকরমণি পোকায় খাওয়া চাল, ভেজাল আটা গম, ওজনে কারচুপি, ভুয়ো রেশন কার্ড পিছু ছাড়ে নি হতভাগ্য ভারতবাসীর। তাই বাংলার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য খাদ্য সরবরাহ নিগমের বর্তমান চেয়ারম্যান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে সংবাদ মাধ্যমের ডেস্কে আছড়ে পড়ছে রেশন দুর্নীতির হরেক রকমের অভিযোগ। ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটার, হোলসেলার, চালকল মালিক, খাদ্য দপ্তরের বাবু থেকে অফিসার সকলেই এইসব অভিযোগের তীরে বিদ্ধ। এরা সকলে নাকি মিলেমিশে ভাগযোগ করে কেড়ে খেয়েছে কোটি কোটি নিরন্ন দেশবাসীর মুখের গ্রাস। অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছদনের সরকারি

বিক্ষোভ চলছে। ছবি : অরুণ লোধ

অর্থ বলে পরিচিত জনগণের পয়সা মেরে এরা মালিক হয়েছে বাড়ি, গাড়ি, হোটেল, জমি জমা সহ বিপুল সম্পত্তির। আবার এখন শুরু হয়েছে ধরপাকড়, তদন্ত। তাতেও খরচা হবে জনগনেরই পয়সা। শাঁখের করাতের মত বেড়ে ব্যবস্থা। জনগণের পয়সা চুরিতেও আছে আবার তদন্তেও আছে।

তবে একথা সকলেই জানে রেশন দুর্নীতির যে বিশাল বিষবৃক্ষটি নিয়ে এখন নাড়াচাড়া হচ্ছে তার শিকড় অনেক গভীরে। কংগ্রেস আমলে কালোবাজারি, জোতদার নিপাত যাক বলে আকাশ–বাতাস কাঁপাতো বামেরা। তারা যখন বাংলায় ক্ষমতায় এল তখন রেশন দুর্নীতি নিয়ে মাঠ ময়দান দাপিয়েছে কংগ্রেস বা তারই গর্ভে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস। এখন তারা ক্ষমতায়, চেঁচাচ্ছে বিজেপি। অথচ দশ বছর ধরে এই বিজেপি সরকারের হাতেই তো এফসিআই, তারা কি ঘুমিয়ে ছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকজন লোক সাত আট বছর ধরে ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমা দিচ্ছে, হাজার হাজার কাঠা জমি কিনছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড ছাড়া নিশ্চয়ই এসব লেনদেন হচ্ছে না। তাহলে আয়কর দপ্তর কি চোখে ঠুলি দিয়ে বসে ছিল এতদিন। মুখে ডিজিটাল ইন্ডিয়া বলে ঢাক পেটাবো, বাহবা কুড়াবো আর দুর্নীতি ধরতে পারবো না, তাহলে জনগণের পয়সা খরচা করে এত কার্ড বানাবার প্রয়োজন কি। আসলে শাসক চায় চুরিও থাক–তদন্তও থাক, তবেই তো রাজনীতিকদের কামাইও থাকবে আবার গুরুত্বও থাকবে। তাই বামেরা ক্ষমতায় আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তৃণমূল ক্ষমতায় আসলে বামেদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে না। তাহলে যে আমদানির দরজাটাই বন্ধ হয়ে যাবে। কোন বুদ্ধুতে এমন কাজ করে!

অন্যদিকে কাজী সাহেবের তেত্রিশ কোটি বা স্বাধীন ভারতের বর্তমান একশ তেত্রিশ কোটি জনগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাবতে থাকে, এর কি কোনো সমাধান নেই! রেশন দুর্নীতি কি কোনো ভাবে আটকানো যায় না!

ভেবে দেখুন, রেশন নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ মূলত দুটো। এক, দেওয়া হয় নিম্ন মানের চাল, আটা, খাদ্য সামগ্রী। দুই, রেশন সামগ্রী দিতে গিয়ে ওজনে কারচুপি করে ডিলাররা। অথচ রেশন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই দুটি সমস্যার সমাধান খুব সহজ। তাঁদের মতে চালকল বা আটা গম কল মালিকরা যদি বড় বস্তা না করে এক, দুই, পাঁচ কিলোর প্যাকেট করে দেয় এবং সেই প্যাকেট যদি গ্রাহকদের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া যায় তাহলে মান ও ওজন নিয়ে কোনো প্রশ্নই থাকে না। এক্ষেত্রে অবশ্য সংশয় থেকে যায় পাটের বস্তার ব্যবহার নিয়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

জনমনে প্রতিক্রিয়া

জ্যোতিপ্রিয়কেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলায় উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ম্যারাথন জেরার পর ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) তাদের হেফাজতে নেয়। এই ঘটনায় মন্ত্রী 'গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম আমি' বলে উল্লেখ করেন। এদিকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির পর উঠে এল গাইঘাটা থানার অন্তর্গত সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের নাম। ২০১২ সালের ৫ জুলাই স্কুল থেকে ফেরার পথে খুন হন সুটিয়া ধর্ষণকান্ড আন্দোলনের মুখ বরুণ বিশ্বাস। এই খুনের জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককেই দায়ী করেন প্রয়াত শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের পরিবার। এদিন তারা মন্ত্রীর কঠোর শাস্তি দাবি করেন। হাবড়ার শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা হাবড়া পুরসভার উপ পুরপ্রধান সিতাংশু দাস (ঝন্টু) তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এটা বিজেপির ষড়যন্ত্র'। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, 'এটাতো হওয়ারই কথা ছিল। ইডি যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এর জন্যে আমি খুশি। শুধু তো জ্যোতিপ্রিয় নয়, তার উপরেও যারা রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উচিত তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া।'

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'গাইঘাটা ঠাকুরনগরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে এনেছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এখানে রাজ্যের ভোটে মতুয়ারা যে ভোট ব্যাঙ্কের একটি বড় অংশ এটাও তাকে বুঝিয়েছিলেন বালুই। উত্তর চব্বিশ পরগণায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একটা সংগ্রামী মুখ ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

মন্ত্রী পাল্টায়, পাল্টায় না ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরের বন্ধ বরফকলের ভাগ্য

অমিত মন্ডল

গত ছয় বছর আগে মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মৎস্য দপ্তর তরফে একটি বরফ কল তৈরি করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে। মৎস্যজীবীদের জন্য তৈরি হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বরফ কল পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কি কারনে বন্ধ হয়ে রয়েছে? তার উত্তর কারোর কাছে নেই। অভিযোগ বরফ কলটি তৈরির পরে চালুও হয়েছিল, কিন্তু কয়েক দিন বরফ তৈরি করার পরে বরফ কলটির ছাদ বসে যায়। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর। সেই অবস্থায় পড়ে রয়েছে বরফ কলটি। প্রতিদিন প্রায় ১

হাজার কিলো বরফ তৈরি করার মত পরিকাঠামো যুক্ত বরফ কলটি তৈরি করেছিল মৎস্যদপ্তর। মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, এই মুহূর্তে মৎস্য বন্দরে একটি মাত্র ছোটো বরফ কল রয়েছে যখন প্রচুর পরিমাণে মাছ আসে, সেই সময় বরফের সংকট দেখা দেয়। পর্যাপ্ত বরফের অভাবে মাছও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিজন মাইতি জানান, পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে মৎস্য দপ্তর এই বরফ কলটি তৈরি করে। কারণ ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরের উপরে নির্ভর করে থাকে কাকদ্বীপ,

ডায়মন্ড হারবার, নৈনান, হাওড়া সহ বেশি কিছু জায়গার বহু মৎস্যজীবীরা। কিছুদিন পর বরফ কলটির ছাদ বসে গেলে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে বরফ কলটি। বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও কোন কাজ হয়নি।যদিও এই বিষয়ে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি বলেন,খবরটি সঠিক। সেই সময় মৎস্য মন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। তার সময় এই বরফ কলটি তৈরি হয়েছিল। তার পর মৎস্য মন্ত্রী হন অখিল গিরি, তাকে জানানো হয়েছিল। তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্লব রায়চৌধুরী আসেন দায়িত্বে। তবে তার কাছে যাওয়া হয়নি।খুব তাড়াতাড়ি বরফ কলটি যাতে চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন শ্রীমন্ত। এখন দেখার কতদিনে এই বরফ কলটি চালু হয়।

টেট্রাপট ফ্লপ,ভাঙন রুখতে নয়া টেন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগরে কংক্রীটের নদী বাঁধের দাবিতে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় সমুদ্রতটের ভাঙন ঠেকাতে জেলা প্রশাসন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ট্রেটাপট পদ্ধতি আরোপ করেছিল। কোনও মতে গঙ্গাসাগর মেলা মিটতেই সেই ভাঙন রোধের পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তছনছ হয়ে যায়। কার্যত ট্রেটাপট পদ্ধতি ফ্লপ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী বাঁধও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রশাসন গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাগর ব্লকের বিভিন্ন পয়েন্ট ইতিমধ্যেই নদী বাঁধ সংস্কার করেছে। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন প্রধান জানালেন, বঙ্কিমনগর, সুমতিনগর, বিশালক্ষ্মীপুর, কচুবেড়িয়া, রসখালী, মুড়িগঙ্গা, বোটখালী পয়েন্টে নদী বাঁধের প্রোটেকশান কাজ শেষ হয়েছে।

কপিলমুনির মন্দির লাগোয়া সমুদ্রতটে যেখানে গত বছর টেট্রাপট পদ্ধতি ভাঙন রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল, যেখানে পরবর্তী সময়ে আবারও ব্যাপক ভাঙন হয়। ওইখানে ভাঙন রুখতে ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে। কাজ শুরু হবে আগামী ১৫ নভেম্বর শেষ হবে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩। তীর্থযাত্রীদের স্নান ঘাটটি মেরামতের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার আগেই কাজ শেষ হবে।

পুঁজির পুজো

শক্তি ধর

১৭০০ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার দুর্গাপুজো জনসাধারণের উৎসব ছিল না। পুজো হতো রাজা, জমিদার ও ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ব্যবসায়ীদের ঠাকুর দালানে। অর্থাৎ দুর্গাপুজো করার মতো পুঁজি যাঁদের করায়ত্ত। এসব পুজোয় সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল তবে শুধুমাত্র দর্শনার্থী হিসাবে, আমন্ত্রণে এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে। ১৭৬১ সালে কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে হুগলির গুপ্তিপাড়ার ১২ জন বন্ধু বা ইয়ার প্রথম দেখালো কিভাবে যৌথ পুঁজির আয়োজন করে পুজো করা যায়। এই প্রথম দেবী বিত্তবানদের ঠাকুর দালান ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন জনগণের উঠোনে। তবে সেটা ছিল বিদ্ধবাসিনী দেবী বা জগদ্ধাত্রী পুজো। শুরু হলো বারো ইয়ারির জয় জয়াকার। ইতিহাস বলে বসন্তের দুর্গাপুজোকে এই বাংলায় শারদ উৎসবে রূপ দেন নদিয়া জেলার তাহেরপুরের কংস নারায়ণ। তাঁর মত ছিল বসন্তের রোগ ভোগের সময়ের চেয়ে শরতের ফসল কাটার মরশুম পুজোর পক্ষে বেশি উপযুক্ত। তাই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনকেই বাংলার উৎসবে পরিণত করেছিলেন। এরপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজোর স্বাদ দিয়েছিলেন বাংলাকে।

এই পুজোই এখন বঙ্গবাসীর সবচেয়ে প্রধান ও ঐতিহ্যশালী পুজোয় পরিণত হয়েছে। তবে ঠাকুর দালানেই হোক বা সার্বজনীন প্যাণ্ডেলে দুর্গাপুজোয় পুঁজির উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই যাঁরা বৃহৎ পুঁজির কারবারি তারা দুর্গাপুজোকে হাতছাড়া করেন না। পরিণত করেছেন একটি অর্থনীতিক ইভেন্টে। আজকের ফর্মূলা খুব সোজা। শিল্পীদের দিয়ে অভিনব কারুকাজের প্যাণ্ডেল বানাও, সংবাদমাধ্যমেকে হাইপ তোলার কাজে লাগিয়ে দাও, ফুটফল বাড়লেই ব্যবসায়ীরা আকৃষ্ণ হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীরা আসলে হোর্ডিং, তোরন, বিজ্ঞাপন ভরিয়ে দেবে পুজো কমিটির ফাণ্ড। তবে প্রতিটি পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে। তারাই সামলে দেবে জনগণের অসুবিধার অভিযোগ। এটুকু করতে পারলেই পুজো সফল। আর সফল পুজো মানেই প্রশাসন রাস্তা আটকে, পুলিশকর্মী লাগিয়ে হোর্ডিং লাগাবার ব্যবস্থা করে সাহায্য করবে নিশ্চয়ই।

এভাবেই ফুটফল বাড়াবার খেলায় মেতে উঠেছে কলকাতার মতো ঘিঞ্জি শহর থেকে শুরু করে শহরতলির জনপদ। এখন সংবাদ মাধ্যম এই ব্যবসা ছড়াতে

জেলাতেও ফুটফল বাড়াবার প্রচার শুরু করে দিয়েছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে সেগুলিও কলকাতার মতোই ব্যবসা ক্ষেত্র হয়ে উঠবে অবশ্যই।

প্রশ্ন জাগে, পুজোর নামে ফুটফলের হিসাবে রাস্তা আটকে হোর্ডিং দিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে কি নাগরিক অধিকার খর্ব করা যায়? আজ থেকে বছর ১৫/২০ আগেও স্বচ্ছন্দে ঠাকুর দেখতে বেরোতেন প্রবীন নাগরিকরা। আজ তারা দশ দিন ধরে গৃহবন্দী বা পুজোর আগেই বাঁচতে শহর ছাড়েন।

অন্যদিকে, আর এক পুঁজির পুজো চলছে বাংলায়। এ পুঁজির তোরে ফুলেফেঁপে উঠছেন এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা। তাঁদের ধন সম্পত্তি দিয়ে প্রমাণ করছেন তারা পুঁজির কতোবড়ো পুজারী। পুঁজির জোরে এরা পরিণতি না ভেবে কিনে নিতে চায় শ্রদ্ধাভক্তি থেকে পার্থিব সম্পদ। বাঙালি আজ পুজো নয় পুঁজির কাঙাল। তাই সে শাস্ত্র বর্ণিত প্রতিমার রূপকে বিকৃত করে, সার্বজনীন সুখ দুঃখের কথা ভাবে না। এভাবে চললে বাংলার

ঐতিহাসিক চিনা মন্দির যেন ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার আন্তর্গত পূজালী পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ঐতিহাসিক চিনা মন্দির। ১৭৭৮ সালের ১৯ জুন চিন দেশের ক্যানটন শহরের বাসিন্দা টং অছু প্রথম ভারতের আছিপুরে চিনা বসতি স্থাপন করেন। এখানে চিনির কল করে ব্যবসা শুরু করেন। ১৭৮৩ সালে টং অছু মারা যান। তাঁর নাম অনুসারে আজকের আছিপুরের নামকরণ হয়। পূজালীতেই হুগলি নদীর তীরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেই স্থান আজও শোভা পাচ্ছে। পূজালীতে টং অছুর স্মৃতিতে একটি চিনা মন্দির গড়ে ওঠে। সেই মন্দিরে টং অছু এবং তাঁর স্ত্রী পেলি মেমের চন্দন কাঠের মূর্তি আছে।

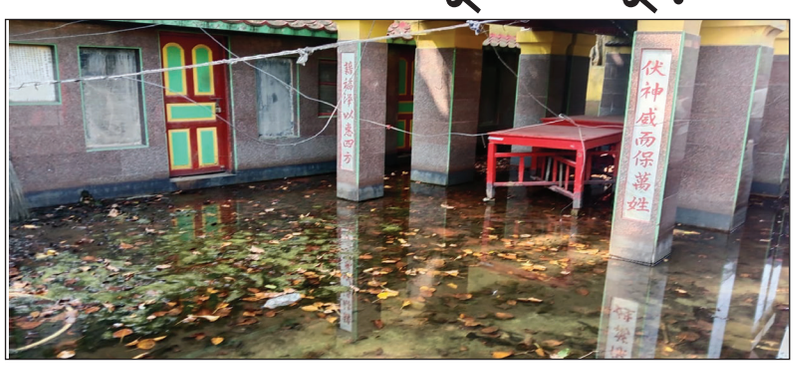

চিনা মন্দিরটি বিশেষ গঠন শৈলীর। ভিতরে বট গাছের নীচে একটি দক্ষিণ রায়ের মূর্তিও আছে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসের শনি ও রবিবার বহু চিনা মানুষজন এখানে আসেন। তারা পানীয় ও মাংস নিবেদন করে মানত করে মন্দিরে। সারা বছরই প্রচুর পর্যটক এখানে আসেন। তবে মন্দির দেখাশোনার জন্য একজন লোক থাকলেও সব সময় তাকে পাওয়া যায় না। এরপর পাঁচের পাতায়

কদর কমেছে মাটির প্রদীপের, তবু লড়াই চলছে

জয়দীপ মৈত্র

হাতে গোনা আর মাত্র কটা দিন, সারা দেশ সহ আপামর বাঙালির ঘর–বাহির আলোয় ঝলমলে করে উঠবে। ১২ নভেম্বর রবিবার ঘোর অমাবস্যায় অন্ধকারকে দুরে সরিয়ে দিতে মা কালী মর্তে আবির্ভূতা হবেন। অথচ যাঁদের মাটির প্রদীপে এতদিন ঝলমল করে উঠতো উৎসবের আঙিনা সেই মৃৎশিল্পীদের ঘরেই এখন অন্ধকার। সৌজন্যে বৈদ্যুতিক মোমবাতি, টুনি লাইট। কয়েক বছর আগেও কালীপুজো এলেই মাটির প্রদীপের চাহিদা থাকত তুঙ্গে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে গৃহস্থরা ঝুঁকেছেন তুলনায় সস্তা এবং বাহারি বৈদ্যুতিক আলোর

দিকে। এই পরিস্থিতিতে কালীপুজোর মুখে চিন্তায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী, হরিরামপুর, কুশমন্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও হিলির কুমোররা। মাটির প্রদীপের কদর কমতে থাকায় এই কাজ ছেড়ে অনেকেই অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন।

আলোর উৎসব তথা দীপাবলীতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মাটির প্রদীপ। তবুও হাল ছাড়েননি জেলার মৃৎশিল্পীরা। তাঁরা দীপাবলীকে সামনে রেখে ব্যস্ত নানা ধরনের প্রদীপ তৈরি করতে। বংশীহারী ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু মৃৎশিল্পীর গলায় আক্ষেপের সুর। তাঁরা বলেন, মাটি ও খড়ির দাম বাড়লেও প্রদীপের দাম সেভাবে বাড়ছে না। অন্যদিকে, আজকালকার ডিজিটাল যুগে যে হারে চায়না লাইট, টুনি বাল্ব ও নানা ধরনের এলইডি লাইট এসেছে তাতে হাতে গড়া মাটির প্রদীপ পিছু হঠছে। তবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পরম্পরার হাত ধরে নিশ্চয়ই ফের সুদিন ফিরবে। তাই লাভ কম হলেও হাল ছাড়েননি মৃৎশিল্পীরা। আশা এই বছর কম হলেও লাভের মুখ দেখবেন। সারা বছরের খাওয়া খরচা উঠবে।

উত্তরের আঙিনায়

নির্যাতিতা পরিবারের পাশে গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর : গত কয়েকদিন আগে অভিযোগ ওঠে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কেশবপুর এলাকায় এক নাবালিকা আদিবাসি তরুণীকে ধর্ষণ করে এলাকারই বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য শান্তনু চৌধুরী। সেই মোতাবেক শনিবার রাতে গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়্যারম্যান প্রশান্ত মিত্র ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মফিজউদ্দিন মিঞা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, পতিরাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ অনেকে নির্যাতিত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই সঙ্গে পরিবারটিকে খাবার সামগ্রী, পোষাক ও আর্থিক সাহায্য তাদের হাতে তুলে দেন। সেখানে গিয়ে গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা জানতে পারেন বিজেপির নেতারা পরিকল্পনা মাফিক নির্যাতিতার পরিবারের বাড়ির বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। সেটি জানা মাত্রই পুনরায় যাতে তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয় তার সুব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তৎসহ গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র ওই নির্যাতিতা পরিবারকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, দল সর্বতভাবে যেকোনো পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করে যাবে। গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষসহ সকলেই।

শিলিগুড়িতে নৈহাটির বড়মার আদলে প্রতিমা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : দুর্গাপুজো লক্ষ্মী পূজার পর এবার সামনে রয়েছে শ্রী শ্রী শ্যামা পুজো। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন ক্লাব গুলি। পুজো মণ্ডপ তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়িতেও বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের কালীপুজো হয়ে থাকে।

দূর্গাপূজার মত কালীপুজো শিলিগুড়িতে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এবার শিলিগুড়ির পাল পাড়ার অন্তর্গত মহামায়া ক্লাবের কালীপুজোকে ঘিরে শহরবাসীর আগ্রহ তুঙ্গে। এবারে তাদের বিশেষ আকর্ষণ নৈহাটির বড়মা।

এই প্রসঙ্গে এক ক্লাব সদস্য জানিয়েছেন বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। সোশ্যাল মিডিয়াতে নৈহাটির বড় মা দেখে তারা

সিদ্ধান্ত নেন এবারে তাদের নৈহাটির বড়মার আদলে প্রতিমা নির্মিত হবে। জানা গেছে ২৫ থেকে ২৬ ফুট হবে মূর্তির উচ্চতা।

কোনরকম আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা ও মন্ডপসজ্জা নয়। তাদের এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ নৈহাটির বড়মার আদলে তৈরি প্রতিমা। সেই প্রতিমাকেই পূজো করা হবে বলে জানা গেছে। সংলগ্নস্থলেই প্রস্তুত করা হচ্ছে প্রতিমা।

সব মিলিয়ে এবারে শিলিগুড়ির অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের শ্যামা পুজো।

রোদ ঝলমল দিনে ঘুমন্ত বুদ্ধর দর্শন, খুশি পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর সময় থেকে উত্তরবঙ্গে পর্যটন মরশুমের সূচনা হয়।

আবহাওয়া দুর্দান্ত উত্তরবঙ্গের সব জায়গায়, বিশেষ করে পাহাড়ে আবহাওয়া আরো মনোরম। আক্ষরিক অর্থে উত্তরবঙ্গ এখন রৌদ্রোজ্জল দিনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বেড়াতে গিয়ে পর্যটকরা খুশি। কারণ ঘুম থেকে উঠেই দেখা মিলছে ঘুমন্ত বুদ্ধ ওরফে তুষার শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার। এই ঘুমন্ত বুদ্ধর দর্শনের টানে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর পর্যটক পাহাড়ে পাড়ি দেন। চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই পর্যটকদের সমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে ঘুমন্ত বুদ্ধর দর্শন পেয়ে খুশি পর্যটক মহল। বর্ষা বিদায় নিয়েছে, গরমও খুব একটা নেই সকালের দিকে শীত শীত ভাব। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুভব করছেন পর্যটক মহল।

কাজের খবর

নেভিতে অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় নৌবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে ‘জেনারেল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) জেনারেল সার্ভিস (এক্স ও হাইড্রোগ্রাফি আর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, অবজার্ভার, পাইলট, লজিস্টিক্স, এডুকেশন, টেকনিক্যাল (ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল), নাভাল আর্কিটেক্ট’ পদে অফিসার নিয়োগ ২১৭জন অবিবাহিত ছেলে নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

এক্সিকিউটিভ ব্যাঞ্চ (জেনারেল সার্ভিস- জিএস (এক্স), হাইড্রো ক্যাডার) ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেকোনো শাখার ডিগ্রি বিইবা বি টেক) কোর্স পাশ ছেলেরা মোট অন্তত ৬০শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্ম তারিখ ২-৭-১৯৯৯ থেকে ১-১-২০০৫ সালের মধ্যে। শূন্যপদ : ৪০টি। এরমধ্যে জেনারেল সার্ভিসে ৩৩ ও ডাইড্রো ক্যাডারে ৭টি।

এক্সিকিউটিভ ব্যাঞ্চ (এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল) : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ইঞ্চনিয়ারিংয়ের যেকোনো শাখার ডিগ্রি (বিই বা বিটেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ইংলিজিতে অন্তত ৬০ শতাংশ সহ মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। জন্ম তারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৯ থেকে ১-৭-২০০৩ সালের মধ্যে। শূন্যপদ ৮টি।

এক্সিকিউটিভ ব্যাঞ্চ (নাভাল এয়ার অপারেশন্স অফিসার) : ৬০ শতাংশ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার ডিগ্রি (বি.ই. বা বি. টেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিককে ইংরেজিতে অন্তত ৬০ শতাংশ সহ মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। জন্ম তারিখ হতে হবে ২-৭-২০০০ থেকে ১-৭-২০০৫ এর মধ্যে। শূন্যপদ মোট ১৮টি।

এক্সিকিউটিভ ব্যাঞ্চ (পাইলট) : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার ডিগ্রি (বি.ই বা বি.টেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজিতে অন্তত ৬০ শতাংশ সহ মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকতে হবে। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ২০০০ থেকে ১ জুলাই ২০০৫ এর মধ্যে। শূন্যপদ মোট ২০টি।

এক্সিকিউটিভ ব্যাঞ্চ (লজিস্টিক্স) : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার ডিগ্রি (বি.ই. বা বিটেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। প্রথম শ্রেণির এমবিএ কোর্স পাশরাও যোগ্য। প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি কোর্স পাশরা ফিনান্স, লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট, মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। প্রথম শ্রেণির এম.সি.এ বা এম.এস.সি (আই.টি) কোর্স পাশরাও যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জানুয়ারি ২০০৫ এর মধ্যে। শূন্যপদ মোট ২০ টি।

এডুকেশন ব্রাঞ্চে নেওয়া হবে এইসব পদে

নীচের যেকোনো একটি যোগ্যতা থাকলে যোগ্য (ক) ফিজিক্স বিষয় নিয়ে বিএসসি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এমএসসি (অঙ্ক বা অপারেশনাল রিসার্চ) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। অঙ্ক বিষয় নিয়ে বিএসসি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এমএসসি (ফিজিক্স বা অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স) কোর্স পাশরাও যোগ্য। ফিজিক্সের বিএসসি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে কেমিস্ট্রির এমএসসি কোর্স পাশরাও যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জুলাই ২০০৩ সালের মধ্যে। শূন্যপদ মোট ৬টি।

(খ) মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জুলাই ২০০৩ সালের মধ্যে। শূন্যপদ মোট ১২টি।

এডুকেশন ব্র্যাঞ্চের বেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকতে হবে ও মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে নেওয়া হবে এইসব পদে

ইঞ্জিনিয়ারিং ব্র্যাঞ্চ (জেনারেল সার্ভিস) : মেকানিক্যাল,মেরিন, ইন্সট্রুমেন্টেশন, প্রোডাকশন, অ্যারোনটিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট,কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যারোস্পেস, অটোমোবাইল, মেটালার্জি, মেকাট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিই বা বিটেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালের মধ্যে। শূন্যপদ মোট ৩০টি।

ইলেট্রিক্যাল ব্র্যাঞ্চ (জেনারেল সার্ভিস) : ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ারইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিটেক, বিই) কোর্স পাশ ছেলেরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালের মধ্যে। শূন্যপদ মোট ৫০টি।

ইলেট্রিক্যাল ব্র্যাঞ্চ (ন্যাভাল কনস্ট্রাকটর) : মেকানিক্যাল, সিভিল, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস, মেটালার্জি, ন্যাভাল আর্কিটেকচার, ওশান ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন, শিপ টেকনোলজি, শিপ বিল্ডিং, শিপ ডিজাইনের ডিগ্রি (বিটেক বা বিই) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্ম তারিখ হতে হবে ২ জুলাই ১৯৯৯ থেকে ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালের মধ্যে। শূন্যপদ মোট ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে প্রার্থী বাছাই হবে। এরপর হবে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। মোট ৫ দিনের ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকটার পার্সেপশন ও গ্রুপ ডিসকাশন। সফল হলে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও ইন্টারভিউ।

ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন সফল না হলে বাড়ি ফেরার ট্রেন ভাড়া দেওয়া হবে। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জানুয়ারি মাসে। শুরুতে সাব লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি হবে। তখন মূল মাইনে থাকবে ৫৬ ,১০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : www.joinindiannavy.gov.in এজন্য বৈধ ইমেল থাকতে হবে। তখন পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ডব্লু বি সি এস প্রিলি. পরীক্ষা ১৬ ডিসেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২০২৩ সালের ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা হবে আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩। পরীক্ষার্থীদের ই-অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে দিতে হবে। এর আগে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৫ নভেম্বর মাসে। পিএসসি কর্তৃপক্ষ সেই পরীক্ষার তারিখ বাতিল করেই আগামী ১৬ ডিসেম্বরের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২০২১ সালের বিসিএস পরীক্ষার ‘সি’ গ্রুপের ফল বেরোল।

সফল ২৭১ জন প্রার্থীর পার্সোন্যালিটি টেস্ট কবে থেকে শুরু হবে তা খুব শিগগিরই পিএসসি’র ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। জেনারেল প্রার্থীদের কাট অফ নম্বর হয়েছে ৭৩৬.২১, ও বি সি-এ ক্যাটেগরি প্রার্থীদের কাট অফ নম্বর হয়েছে ৭২০.৪৭, ও বি সি -বি ক্যাটেগরির বেলায় ৭৩২.২৭, তপশিলী জাতির প্রার্থীদের ৬৯২.৯৯, তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের ৬০৮.৯১ দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের বেলায় ৬০১.৫৮, বধির প্রতিবন্ধীদের বেলায় ৬২৮.৭২, অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের বলায় ৫৬৪.০৫। সফলদের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbpse.gov.in

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার কনস্টেবল আর রাজ্য সরকারে ১২ হাজার গ্রুপ ‘ডি’, বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরে

এবছর নভেম্বর মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারের কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বেরোতে চলেছে। মাধ্যমিক যোগ্যতায় প্রায় ৩০ হাজার শূন্যপদের জন্য বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদে প্রায় ১২ হাজার শূন্যপদের জন্য বিজ্ঞপ্তি বেরোবে নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, তারপর মাঠ পরীক্ষা, তারপর মেন পরীক্ষা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ। মুখ্যমন্ত্রী ১২ অক্টোবর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাসভবনে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নিয়োগের কথা জানান। মোট ১২ হাজার কনস্টেবল শূন্যপদের মধ্যে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা ৮,৪০০ ও মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৩,৬০০ জন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, উর্দু মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য প্যারা টিচার ও পার্ট টাইম টিচার পদে ৩৯৮টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েট, ডিরেক্টরেট ও রিজিওনাল অফিসে কাজের জন্য প্রায় ৬ হাজার ক্লার্ক পদের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই দরখাস্ত নেওয়া হবে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, তারপর মেনস পরীক্ষা। সব শেষে কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য প্রায় ১২ হাজার গ্রুপ ডি নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ডিসেম্বরে। ক্লাস এইট পাশ ছেলেমেয়েরা ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করবে নব গঠিত রাজ্য স্টাফ সিলেকশন কমিশন।

এছাড়াও পঞ্চায়েত রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে পঞ্চায়েত দফতরে বিভিন্ন পদেও লোক নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ডিসেম্বরে।

অন্যদিকে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের বিজ্ঞপ্তি বেরোবে নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ।

ওপরের সব পদের বেলায় সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যথাসময়ে কাজের খবরে দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৭৩ অ্যাপ্রেন্টিস

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ‘আই.টি.আই অ্যাপ্রেন্টিস’ হিসাবে ১৭৩ জন লোক নিচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.টি.আই থেকে ফিটার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক, মেশিনিস্ট, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স : বয়স হতে হবে ৬-১১-২০২৩’র হিসাবে ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি’রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ : শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৩৭ সেমি, ওজন অন্তত ২৫.৪ কেজি আর বুকের ছাতি ৩.৮ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ : ফিটার- ৪৬, টার্নার- ১০, ইলেক্ট্রিশিয়ান- ৪৬, ওয়েল্ডার- ১০, ইলেক্ট্রনিক্স-মেকানিক ১৭, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ১৭টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক-৯, মেশিনিস্ট-৮, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১০।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি : প্রার্থী বাছাই হবে আই টি আই কোর্সের সব সেমেস্টারে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি : প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeshipindia.org নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন।

এবার এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবাইটে : www.npcil.nic.in/HR Management/ Opportunities তখন পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যন্নতির সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ সাংসারিক কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দ্রব্য হারানো বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্বার বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থিক উপার্জন হলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বাধা জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১০৮ বার ‘ওঁ হনুমতে নম’ জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রম সত্বেও সুফল লাভে বিলম্ব। তীর্থে ভ্রমণ করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ৪৬ বার ‘ওঁ ভাগবতে বাসুদেবায় নম’ জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বাধা। মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা। মানসিক অবসাদের দরুণ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ দুর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ঙ্গম পাঠ করুন।

কন্য রাশি : আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ বুধায় পাঠ করুন।

তুলা রাশি : সন্তানের লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। দেহের নিম্নাংশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ‘ওঁ রাহবে নম’ পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্বার বিকাশের সঙ্গে উপার্জনের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : শনিবার শনির যজ্ঞ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কার্যকলাপে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু থেকে অব্যাহতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের গম দান করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিখারিদের দই-ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ কাজকর্ম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : ১১ বার ওঁ মন্তে নম জপ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতি এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ১১ বার ‘ওঁ কেতবে নম’ জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৭০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চুরি হয়ে গিয়েছে এমন, লুণ্ঠিত ৪। অলৌকিক ৫। মাটির উঁচু ঢিবি ৭। সুবাস ৯। ফাঁক না রেখে পরস্পর স্থাপন ১০। সমুদ্র।

উপর-নীচ

১। নিন্দা, কুৎসা ২। নাসরিন লেখিকা ৩। কতবিধ ৬। ‘ওই — আসে’ ৭। ব্যাপ্তি, বিস্তার ৮। জাহাজের খালাসি।

সমাধান : ২৬৯

পাশাপাশি : ১। অপয়া ৩। চাকভাঙা ৫। আলা ৬। আসর ৭। সহজ ৯। ঘাপলা ১১। রকম ১৩। ঢাক ১৪। দলবল ১৫। খরচ।

উপর-নীচ : ২। পটবাস ৩। চালা ৪। ভাগ্যিস ৫। আমেজ ৬। আলাপ ৮। হজম ৯। ঘাতক ১০। লাগাতার ১২। কমল ১৩। ঢাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

গয়নার ব্যাগ নিয়ে উধাও অটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ ভরি সোনার গহনা,একহাজার টাকা ও একটি দামী মোবাইল ফোন সহ ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল এক অটোচালক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং বাজার সংলগ্ন পথের সাথী হোটেল লাগোয়া রোডে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ও ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ অটোটিকে ধরার জন্য চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাগের কোন হদিশ পায়নি পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুরের পিয়ালি'র বাসিন্দা গৃহবধু শীলা মন্ডল। এদিন বাপের বাড়ি গোসাবা থেকে ফিরছিলেন। গদখালি থেকে ম্যাজিক গাড়িতে ক্যানিংয়ে আসেন। সেখানে ম্যাজিক গাড়ি থেকে চারটি ব্যাগ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোতে রেখেছিলেন। অভিযোগ সুযোগ বুঝে অটোচালক সোনার গহনার ব্যাগ সহ অটো নিয়ে পালিয়ে যায়। গৃহবধুর দাবী ব্যাগের মধ্যে নগদ ১ হাজার টাকা, ৪ ভরি সোনার গহনা ও একটি দামী মোবাইল ফোন ছিল। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই বধূ। তিনি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি সোনার গহনা উদ্ধারের জন্য এলাকায় জোর তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

বাড়িতে চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনায় গত বুধবার রাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মাতলা ১ পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবাশীষ সেন পুজোর সময় সপরিবারে মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ফাঁকা বাড়িতে হানা দেয় চোর। জানালার গ্রীল কেটে ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে। গত বুধবার রাতে দেবাশীষ বাবু বাড়ি ফিরেই হতবাক। তাঁর দাবি, নগদ ৫ হাজার টাকা ও একটি সোনার হার নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

হাসপাতালের ফলস সিলিং ভেঙ্গে জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মহিলা ভবনের ৫ নং ঘরে ফলস সিলিং ভেঙে জখম হয় দুজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি। তিনি বলেন, যারা এইসব কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা বলে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রোগীর আত্মীয় ঝাড়খণ্ডের মুন্নি টুডু বলেন, রোগীর মাথায় পড়েছে সিলিং ভয় লাগছে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী মীনা পাল বলেন, ভয় লাগছে, আবার হতে পারে।

থেঁতলানো মৃতদেহ, গ্রেপ্তার২

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ অক্টোবর সকালে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে রাস্তায় রক্তাক্ত থেঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাশ থেকে উদ্ধার হয় রক্তমাখা পাথর। সিউড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণী কোনাই বলেন, সকালে উঠে দেখলাম রাস্তায় রক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতের নাম কুতুবউদ্দিন শেখ, বাড়ি সাইথিয়া থানা এলাকার নবডাঙাল গ্রামে। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের কাছে তথ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সিসিটিভি ফুটেজ না দেখানোর অনুরোধ করেন। ছবি দেখে সাঁইথিয়া থানার মাধ্যমে কুতুবুদ্দিনের পরিবার খবর পেয়ে ভাই শেখ নিজামুদ্দিন ও দিদি হীরাবিবি এসে তাঁর ভাইয়ের দেহ শনাক্ত করে। সিউড়ি চুড়িপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইমরানকে গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মোবারক শা নামে আর এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মন্দিরে চুরির তদন্তে পুলিশ কুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ অক্টোবর রাতে চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের তাপাসপুর গ্রামের পলাশবাসিনী কালীমন্দিরে দরজার তালা ভেঙ্গে দেবীর শিলামূর্তি এবং ভগবতী ও লক্ষ্মীর দুটি ধাতুর বিগ্রহ চুরি করে নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। ৩০ অক্টোবর সোমবার সকালে এই খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ। সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর থেকে আনা হয় পুলিশ কুকুর। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপার (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ) আক্তার আলি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একাধিক ইস্যুতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে আক্রমণ বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরার। এক ভিডিও বার্তায় অনুপম হাজরা বলেন, বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সুকৌশলে নিজেকে অতি বিজেপি প্রমাণ করে পদ ধরে রাখতে চাইছে। আগামী নভেম্বর মাসে তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য পৌষমেলা এবং বসন্তোৎসব বন্ধ করেছে। আপামর বাঙালির আবেগে আঘাত লেগেছে। উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সব রাজনৈতিক দল (বিজেপি, তৃণমূল,কংগ্রেস, সিপিএম) এক হয়ে গিয়েছে।

মাংসের দোকানে কুপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে কুপন দেওয়া হয়। ভোটার সেই কুপন দেখিয়ে ভোট দেবার অধিকার পায়। কুপন দেখিয়ে মাংস কেনার সুযোগ মেলে এমন কথা কখন শোনা যায় নি। এবছর বাখরাহাটে মাংসের দোকানে অষ্টমীর সন্ধ্যা থেকেই লাইন পড়েছিল। প্রায় সারা রাত বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। মাংস কেটে কেটে হাত ব্যথা হয়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় পরের দিনের জন্য কুপন দিয়ে দেবে। সেই মতো অনেকেই কুপন সংগ্রহ করে রাখে। নবমীর দিন সকালে লাইন দিয়েও কুপন না থাকায় যারা খাসির মাংস কিনতে পারেনি তারা গণ্ডগোল পাকায়। এই নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে মারামারি হবার উপক্রম হয়। পরে ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ভাইয়ের বউকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাত সকালে ভাইয়ের বউকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা, ছাড়াতে গিয়ে আহত আরো দুই। অভিযুক্ত হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানায় আত্মসমর্পণ করে বলে জানা যায়। পারিবারিক সূত্রে জানা

গিয়েছে গত সোমবার সকালে শম্ভুনাথ জানা নামে বছর ৪০ এর এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে বৌদি লক্ষ্মীরানী জানাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। চিৎকারে বাড়ির দুই মহিলা ছুটে আসে, বাঁচাতে গেলে তারাও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়, পড়ে এলাকার মানুষজন আসছে দেখে বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত হারুরপয়েন্ট কোস্টাল থানায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে। তবে কেন কোপানো হলো? কি ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে এই যুবকের সঙ্গে তার বৌদি বা ওর পরিবারের লোকের কোনরূপ অশান্তি ছিল না এর আগে। তবে কেন এই আক্রমণ, উঠছে প্রশ্ন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁকড়া ধরে নায্য মূল্য পাচ্ছেন না সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সুন্দরবনে বেশীর ভাগ ব্লকের মানুষজনের প্রধান জীবিকা কাঁকড়া, মাছ কিংবা মধু সংগ্রহ করা। আর জীবন জীবিকার তাগিতে এমন কাজ করতে গিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই করতে হয় তাদের। কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার আগেই দক্ষিণ রায়ের পুজো দিয়ে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য নৌকা, ছোট ছোট ভুটভুটি নিয়ে গভীর জঙ্গলে রওনা দেন রতন সর্দার, নিমাই বাগদি, অমূল্য মন্ডল'দের মতো মৎস্যজীবীরা। অসাবধানবশত অনেককেই যেতে হয় বাঘের পেটে। আবার কেউ কেউ বাঘের আক্রমণের হামলার সম্মুখীন হয়েও বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গেলেও চিরতরে পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে থাকেন। গোসাবা ব্লকের কার্তিক হালদার,শশধর মন্ডলরা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে আর বাড়িতে ফেরেননি। জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ। এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিবেশে মৃত্যুকে বাজী রেখে লড়াই করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় মৎস্যজীবিদের। বাঘের হামলায় মৃত্যু হলে সরকারী ভাবে সাহায্য পাওয়া যায়। আহত হলে চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু অনেকে জানেন না, তার ফলে মৎস্যজীবিরা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার গোসাবা,বাসন্তী,ক্যানিং ১ ও ২ নং ব্লকের কাঁকড়া ব্যবসায় ভীষণ মন্দা দেখা দিয়েছে। কাঁকড়া বিক্রি করে নায্য মূল্য পাচ্ছেন না বলে জানালেন মৎস্যজীবীরা। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া নদীনালা, খাল-বিল থেকে মৎস্যজীবীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁকড়া ধরেন। আর সেই কাঁকড়া বিক্রি করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীরদের মৃত্যুর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনের ক্যানিং বাজারের ৪০টি মৎস্য আড়তে প্রতিদিন পাইকারি দরে কাঁকড়া বিক্রি হয়। অধিকাংশ মৎস্যজীবিরা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁকড়া ধরে ক্যানিং বাজারে নিয়ে আসেন।

বর্তমানে নদীর কাঁকড়ার বাজার দখল করেছে ফিসারীর চাষ করা কাঁকড়া। তবে সুন্দরবনের নদীর কাঁকড়া স্বাদে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ কদর রয়েছে। গোসাবা'র পাঠানখালি মরিচঝাঁপি, কুমিরমারী, সোনাগাঁও, আমতলি, বিপ্রদাসপুর, সাতজেলিয়া, আমলামেথি, দয়াপুর, লাহিড়িপুর, বালি, মথুরাখন্ড, বাসন্তীর ঝড়খালি, সোনাখালি থেকে বেশি কাঁকড়া আসে ক্যানিং বাজারে। তবে কাঁকড়ার দাম ঠিক হয় গ্রেটের(ওজনের) উপর ভিত্তি করে। মূলত ৫০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়ার গ্রেট এক্সএক্সএল(পুরুষ কাঁকড়া), ৪০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া এম -১ (পুরুষ কাঁকড়া), ৩০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া এম -৩(পুরুষ কাঁকড়া)। এক্সএক্সএল গ্রেটের দাম ১৫০০ -১৬০০ টাকা প্রতিকেজি। এম ১ কেজি প্রতিদাম ৭০০- ৮০০ টাকা,এম -৩ কেজি প্রতি দাম ৬০০ - ৭০০ টাকা। এছাড়াও ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের ডিম যুক্ত স্ত্রী কাঁকড়া কেজি প্রতি ১০০০-১২০০ টাকা ৫০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রাম ওজন অবধি কেজিপ্রতি দাম ৩০০ টাকা। মূলত সুন্দরবনের কাঁকড়া আন্তর্জাতিক বাজারে জনপ্রিয়। স্থানীয় পাইকারী বাজার থেকে এই সমস্ত কাঁকড়াগুলো কলকাতা হয়ে নেপাল, ভুটান, জাপান, থাইল্যান্ড, চিন সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় মৎস্যজীবীরা কাঁকড়ার ন্যায্যমূল্য পান না বলে দাবি।

ক্যানিংয়ের জনৈক এক কাঁকড়া আড়ৎদার সুরোজি সাহা জানিয়েছেন,সারা বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁকড়ার যোগান থাকে। তবে মূলত শীতের মরশুম শুরু হলেই সুন্দরবনের কাঁকড়া প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসতে শুরু করে এবং চাহিদা থাকে প্রচুর।যা বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শিক্ষাদপ্তরে কাজের পাহাড় নবনিযুক্ত কর্মীরা বসার জায়গা পাচ্ছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহাকরণে শিক্ষা সচিবের খাস দপ্তরে কাজের পাহাড় হয়ে আছে। সারভিস কমিশন পঁচিশজন নতুন লোক নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। জানা গেল এদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচজন কর্মচারীও বসার জায়গা পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে বাকী কুড়ি জনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। গোপন সূত্রের সংবাদে প্রকাশ স্থানাভাবের জন্য এদের নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব নয়। সংবাদে আরও প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাদপ্তরে বহু কাজ জমে আছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী না থাকায় বিভাগীয় কাজকর্ম যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসচিব সারভিস কমিশনের কাছে ৩৫ জন নতুন লোক চেয়ে পাঠান। কমিশন ২৫ জনের নাম সুপারিশ করেন কিন্তু স্থানাভাব এদের কাজে লাগানোর পথে মস্তবড় অন্তরায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, বিভাগীয় প্রধান মহাকরণের কেয়ার টেকারকে প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। সম্প্রতি কেয়ার টেকার জানিয়েছেন মহাকরণে স্থান হবে না। তবে জি, পি, ও এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউ অফিস বাড়ীটি ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এটি বাস্তবায়িত হলে সমস্যা সমাধান হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেয়ার টেকার মহাশয়ের ঐ জবাব কি হাস্যকর নয়? একদিকে বেকার সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীমণ্ডলীর সোচ্চার অভিব্যক্তি এবং অন্যদিকে কর্মপ্রার্থীরা চাকরীর অপেক্ষায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এই পরস্পর বিরোধী দৃশ্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে কি ধরা পড়বে?

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৩, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৮০, শনিবার

স্ত্রীর দেহ লোপাট করার চেষ্টায় গ্রেপ্তার স্বামী

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট : স্ত্রীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে ঘরের মধ্যে মাটিচাপা দিয়ে রাখার ঘটনায় মগরাহাট থানার বেরেলিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্বামী। গত বৃহস্পতিবার দিন বারাইপুর পুলিশের নির্দেশে ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শিখর বালি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্র পালার উত্তর মনসাতলা এলাকায় ঘরের মধ্যে থেকেই মাটি খুড়ে বের করা হয় গৃহবধূ অঞ্জলি মণ্ডলের দেহ। এরপর থেকেই পলাতক ছিল স্বামী রবীন মণ্ডল। পরদিন গভীর রাতে মগরাহাট থানার বেরেলিয়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গৃহবধূর বাপের বাড়ি সূত্রে জানা যায়, অঞ্জলীর সাথে রবীনের প্রেমের সম্পর্কেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় কুড়ি বছর আগে। প্রতিদিনই মদ খেয়ে এসে স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের মারধর করত রবীন। বিজয় দশমীর দিন শেষবারের মতন দেখা গিয়েছিল অঞ্জলিকে। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল গৃহবধূ। বাপের বাড়ির পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হওয়ায় তারা খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পায় অঞ্জলীর ঘরের মধ্যেই মাটি খোঁড়া অবস্থায় রয়েছে এবং তাতে কাঠ চাপা দেওয়া। এরপরেই বারাইপুর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে।

কিন্তু এই ঘটনার পর রবীন মণ্ডল পরিচয় গোপন রাখতে মাথা ন্যাড়া হয়ে মগরাহাট থানার বেরেলিয়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। ইতিমধ্যেই বারাইপুর থানার পুলিশ গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে।

দুটি খুনের ঘটনায় অকপট স্বীকারোক্তি অভিযুক্তের, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : একইদিনে দুজন মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পৃথক দুটি ঘটনা ঘটেছিল বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ভরতগড় সংলগ্ন শঙ্কর মোড় ও ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের হিরন্ময়পুর গ্রাম সংলগ্ন জলদান মোড় এলাকায়। পৃথক দুটি ঘটনায় দুই মহিলার দেহ ক্যানিং-ঝড়খালি রোডের রাস্তার পাশে খাল ও পুকুর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।আত্মহত্যা না খুন? সেই নিয়ে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। যদিও স্থানীয় মানুষের দাবী ছিল দুটি ঘটনার কোনটাই আত্মহত্যা নয়।অন্যত্র খুন করে, ঝড়খালি রোডে ফেলে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা। পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ঘটনার মাত্র চারদিনের মধ্যে পুলিশ গোসাবার পাঠানখালি থেকে রহিদুল নামে একজনকে গ্রেফতার করে।পরে জীবনতলা থানার গাঁতি রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে মিজানুর রহমান ও বারুইপুরের হাড়দহ থেকে রবিন রুইদাস নামে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত এখনও ফেরার। পুলিশের দাবি, তারা যে দুই মহিলাকে খুন করেছে সেকথা স্বীকার করেছে ধৃতরা। পুলিশ সুত্রের খবর, গত ১৬ অক্টোবর চারজন মিলে গড়িয়ার রেনিয়া এলাকার খুসবু সিং ও রুমা হালদার নামে দুই মহিলাকে নিয়ে একটি চার চাকা গাড়িতে করে গদখালিতে গিয়েছিল। দুই মহিলার গলায় ছিল সোনার চেন। সোনার সেই চেন হাতাতে গাড়ির মধ্যে মাদকজাত দ্রব্য খাইয়ে বেহুঁশ করে হার ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতিরা। ইতিমধ্যে গাড়ির মধ্যে জ্ঞান ফেরে দুই মহিলার। তখনই চারজন মিলে গাড়ির মধ্যে খুসবু ও রুমাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে।রাতের অন্ধকারে ঝড়খালি রোডের শঙ্করমোড় ও জলদান মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুই মহিলার দেহ ফেলে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিরা। পরেরদিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আদালতের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল গৃহবধূর দেহ

অরিজিত মন্ডল, মন্দির বাজার : আদালতের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল গৃহবধুর দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মন্দিরবাজার থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাস আগে রামচন্দ্রপুর এলাকার এক গৃহবধূ নার্গিস পারভিন (২২) এর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এরপরেই পরিবারের লোকজন তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। পরে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হওয়াতে তারা মন্দিরবাজার থানায় মৃত গৃহবধূর স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের

করে। এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশে বুধবার রামচন্দ্রপুর এলাকায় মৃত গৃহবধূর দেহ মন্দির বাজার থানার আইসি ও মন্দির বাজারের বিডিওর উপস্থিতিতে কবর থেকে তোলা হয়। অবশ্য গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, মেয়ে শ্যামবর্ণ হওয়ায় তাকেই তার স্বামী মেসবাহুল মোল্লা ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন খুন করেছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃত গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট অনুযায়ী ঘটনার তদন্ত শুরু করা হবে।

ফলতায় নতুন বিডিও, প্রত্যাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ফলতা থানার অধিবাসীদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল নতুন বিডিও কার্যভার গ্রহণ করায়। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা কাটিয়ে তারা চান নিকাশি, সেচ ও কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতির সংস্কার। খুবই স্বল্প কালের মধ্যে ফলতার বিডিও সুদীপ্ত ঘোষকে স্থানান্তর করা হয়। তাঁরই স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন কাসিফ সাবির। পূজার ছুটি মিটতেই তড়িঘড়ি এই সরকারি নির্দেশ কার্যকর হয়। সরকারি তরফে এটি রুটিন বদলি বলে জানানো হয়েছে। ফলতার নবাগত বিডিও কাসিফ সাবির মাত্র দু'দিনেই সবার মন জয় করে নিয়েছেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ২০১৮ খৃষ্টাব্দে ডব্লল্যু বিসিএস 'এ' গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে এক বছর শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করেন নদীয়াতে। তারপর পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকে সরাসরি প্রশাসক তথা বিডিও পদে যোগ দেন। প্রায় ৩ বছর সেখানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর দিন দুই হল ফলতা ব্লকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জেটি ভেঙে বালি বোঝাই অবৈধ নৌকা, বিপাকে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের মান্নার ঘাটের বাঁশের জেটির ওপর হঠাৎ করেই উঠে গেল সাদা বালি বোঝাই নৌকা। যার জেরে ভোগান্তির শিকার নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, লক্ষ্মী জনার্দনপুর হেরম্ব গোপালপুর অচিন্ত্য নগর এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রত্যহ নৌকায় করে মান্নার ঘাটে জেটির উপর দিয়ে রামগঙ্গায় আসে। অন্যদিকে রামগঙ্গা থেকে আরম্ভ করে পাথরপ্রতিমার প্রচুর মানুষ ওপারেও যাতায়াত করে। আজ বেলা একটা নাগাদ কেদারপুর চড়ায় সাদা বালি কেটে আনতে যাওয়ার সময় বাঁশের জেটির উপরে উঠে পড়ে সাদা বালি বোঝাই নৌকাটি। ফলে তালা ভেঙে জেটির কাঠ ঢুকে যায়, আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে থাকে বালি আনতে যাওয়া নৌকার মাঝিসহ অন্যান্যরা। এলাকায় থাকা যাত্রী থেকে অন্যান্য মানুষজন দৌড়ে গিয়ে তাদের রক্ষা করে। তবে নৌকাটি সম্পূর্ণভাবে বাঁশের জেঠির একাংশ ভেঙে দেয় যার ফলে পারাপারের নৌকার যাত্রীরা পড়েছে বিপদে। ভাটার সময় ওই নৌকার উপরে সিঁড়ি দিয়ে কোন রকমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে। তবে নৌকাটি ওখান থেকে সরিয়ে নেবার পর আর যাতায়াত করা সম্ভব হবে না বলে যাত্রীদের অভিযোগ। এখন প্রশ্ন উঠছে যখন সাদা বালিকাটা নিষিদ্ধ, সেখানে কিভাবে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন এই নৌকাগুলি নদীর চর কেটে বালি নিয়ে বিক্রয় করছে, সেদিকে হুশ নেই কেন প্রশাসনের। অন্যদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকার চালক ভক্ত হরিদাসের দাবি, জোয়ারের সময় বাঁশের জেটিটি সম্পূর্ণ ডুবেছিল, এই জেটিতে কোন সিগন্যাল দেওয়া ছিল না তাই বিভ্রান্ত হয়ে জেঠির উপরে উঠে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতি হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার। অন্যদিকে এই জেটির ইজারাদার নেওয়া অজয় পাল বলেন ১৪ বছর ধরে এই জেটিটি রয়েছে, তিনি নিয়েছেন মাত্র সাত মাস, তাছাড়া যে নৌকোটি ওই এলাকারই। নৌকাটি সব সময় সাদা বালি কাটার জন্য এই পথে যায়। ইচ্ছা করেই নৌকার মাঝি মিথ্যা কথা বলছে। মুখে কুলুপ এটেছে প্রশাসন।

এক যুগ পর হ্যাম রেডিও'র সৌজন্যে বাড়ি ফিরলেন প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় একযুগ! অবশেষে হ্যাম রেডিওর সৌজন্যে নিজের পরিবারে কাছে ফিরলেন হারিয়ে যাওয়া এক প্রৌঢ়। গত বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের অক্ষয়নগরে।

জানা গিয়েছে বিহারের ঔরাঙ্গবাদ জেলার বারুন থানার অন্তর্গত সিন্দুরিয়া গ্রামের রামপুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় পাসোয়ান ১২ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে আর বাড়িতে ফিরে আসেন নি। কোথাও কোন খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন ধরেই নিয়েছিলেন সঞ্জয় আর বেঁচে নেই।

অন্যদিকে মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অবিবাহিত সঞ্জয়। এদিক ওদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর এলাকায় হাজীর হন। সেখানে স্থানীয় এক মুদী ব্যবসায়ী শ্রীনিবাস দাসের দোকানের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে, রাতে দোকানের বারান্দায় শুয়ে থাকে। দোকানদার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেই অসংলগ্নভাবে কিছু বলতে থাকেন সঞ্জয়। এরপর তিনি যোগাযোগ করেন হ্যাম রেডিওর সম্পাদকের সঙ্গে। হ্যাম রেডিও'র নিজস্ব নেটওয়ার্কের দ্বারা শেষ পর্যন্ত খোঁজ মেলে ভবঘুরে সঞ্জয়ের বড় দাদার ছেলে আনন্দ পাসোয়ানের। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পরে হারিয়ে যাওয়া সঞ্জয়কে তাঁর ভাইপো আনন্দ পাসোয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হয় হ্যাম রেডিও'র তরফে। হারিয়ে যাওয়া কাকাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ পাসোয়ান জানিয়েছেন, হ্যাম রেডিওর প্রতিনিধি দিবস মণ্ডল-এর মাধ্যমে খবর পেয়েই বুধবার কাকদ্বীপে এসেছি কাকাকে নিয়ে যেতে। আমরা খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হ্যাম রেডিওর এমন কাজের জন্য।

দিবস মন্ডল জানিয়েছেন, আমরা আমাদের কর্তব্যে অবিচল থেকে সঞ্জয় বাবুকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে খুশি। অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস জানিয়েছেন, হ্যাম রেডিও ২৪ ঘন্টার জন্য মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৪ নভেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০২৩

জঙ্গলমহল হাসছে, তবু...

জঙ্গলমহল হাসছে! এমন স্লোগান কিংবা দাবি পরিবর্তনের সরকার করে আসছে। সামাজিক অস্থিরতা কাটিয়ে সত্যিই শালবনি, ঝালদা, বরাভূম ইত্যাদি অঞ্চলে আজ আর মানুষের রক্ত কিংবা সহনাগরিকদের লাশ গুনতে হয় না। পিঁপড়ের ডিম খেয়ে মরতে হয়না জঙ্গলমহলের ভূমিপুত্রদের। বোমা বারুদের গন্ধে জঙ্গলের পশুপক্ষীরা আজ আর আতঙ্কিত হয় না। জঙ্গলমহলের যুবক যুবতীরা পর্যটক দেখলে সন্দেহের চোখে তাকায় না, কিংবা সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতে চায় না।

কিষেণজিকে হত্যা করার পর এবং একের পর এক মাওবাদী নিহত কিংবা আত্মসমর্পণের পর সরকারের নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা। ছত্রধর মাহাতো এখনো জেলবন্দী। সরকারী নানা প্রকল্পের সুফল আদিবাসী জনজাতি থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল এবং অন্যান্য জেলার মতো পুরুলিয়াতেও দেখা গেছে। প্রায় এক দশক পরে জঙ্গলমহলে ধামসা মাদলের ছন্দ ফিরে আসছে। পাহাড় জঙ্গলে ছোট ছোট স্রোতস্বিনী ঝর্নার ধারা বয়ে চলেছে। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যখন শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরকে কেন্দ্র করে সারা দেশের নজর তখন পশ্চিমবাংলার এই সবুজ ঘেরা অযোধ্যায় মৌন মুখর স্নিগ্ধতা আপাত মধুর বার্তা পর্যটককূলকে মোহিত করে। কলকাতা শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরের পুরুলিয়ার বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে গাঁটছড়া ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর বাঁধা হয়েছিল। এই মানভূমেই ১৯টি লোকনৃত্য, ২১টি লোকগানের পাশাপাশি বাঘমুণ্ডি থানার চরিদা গ্রামের মুখোশ শিল্পের খ্যাতি ভারতজোড়া। ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছৌ–নৃত্য, ভাদু, করম ইত্যাদি জঙ্গলমহলের প্রাণ। শাল–শিমূল–পলাশের রঙ মাখানো জঙ্গলমহল কবি–সাহিত্যিকদের মনে এক আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই অযোধ্যার আড়ালে রয়েছে অনুন্নয়নের অনুচ্চারিত কান্নার যন্ত্রণা। শাসকদলের প্রাধান্যের কারণে পঞ্চায়েতের ভোটদানে ছিল পেশীশক্তির আস্ফালন, গ্রামের গরীব মানুষজন এসব নিয়ে এতটা চিন্তিত নন যতটা জীবনজীবিকার অনিশ্চয়তার আবহ নিয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চারজনের জায়গায় একজন শিক্ষক ছাত্রদের পাঠদান করতে পেরে উঠছেন না স্বাভাবিক কারণেই। অভিভাবকরা দেখছেন বিদ্যালয়ে তার সন্তানের লেখাপড়া হয়না। যদিও মিড ডে মিল থেকে জামা জুতো ব্যাগ সবকিছুই সরকার দিচ্ছে। আলাদা করে টিউশন পড়ানোর সামর্থ নেই যাদের তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে পুষ্ট জঙ্গলমহলে স্কুল ছুট হবার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল নাবালিকা বিবাহের কারণে বিবাহের পর রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা নেন অনেকেই। সামগ্রিকভাবে কাঁচা পয়সার অভাব সর্বত্র স্পট। রেশনের চালের গুনমান শহরের চালের থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ বাঘমুন্ডির কোন কোন অধিবাসীর। সরকারি নানা প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা অনেকাংশ পেলেও না পাওয়ার aতালিকাও দীর্ঘ। পর্যটক নির্ভর জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন লড়াই থাকলেও কাঁচা পয়সার অভাব দূর হয়নি। যেখানে অভাব সেখানেই থাবা বসাতে চায় রাজনীতির কালো ছায়া। যে ছায়াতে ঢাকা পড়ে যায় নৈতিক–অনৈতিকের সীমানা।

বাংলার গর্ব অযোধ্যা পাহাড় এবং জঙ্গলমহল। এলাকায় বহু লোকশিল্পীর বসবাস। দেশ বিদেশ ফেরত হস্ত শিল্পী থেকে কণ্ঠ শিল্পী পরবর্তী সময়ে কঠোর জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে হারিয়ে যায়। পেটের তাড়নায় নানা দোকান রেস্তরায় ছোট খাট কাজকর্মের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন তাদের শিল্পসত্ত্বা। ভাগ্যবানরা গণমাধ্যম কিংবা কলকাতা শহরের আলোয় মাঝে মধ্যে এসে পড়েন। গম্ভীর সিং মুড়া, যিনি ছৌ নাচের প্রবাদপ্রতীম শিল্পী, তাঁর পুর্নাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তিনি আজও বিখ্যাত চরিদা গ্রামের মানুষের প্রেরণা। জঙ্গলমহল ঘিরে শুধু পর্যটন নয় আরোও অনেক কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে। জঙ্গলমহলের 'হাসির' আড়ালে থাকা কান্না–যন্ত্রণা হারিয়ে যাক চিরদিনের জন্য। উত্তর ভারতে অযোধ্যা নগরী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, এ রাজ্যের অযোধ্যায় শুরু হোক এক অন্য অধ্যায় যেখানে নিত্য অভাবের তাড়নায় সৃষ্টির উল্লাস আর আলোকিত জীবন নিষ্প্রদীপ থাকবে না। সন্ধ্যার পর রাস্তার বাতিস্তম্ভ গুলোকে বাতিহীন করে রাখার দিন শেষ হোক। একটু সদিচ্ছা, একটু ভালবাসা শুধুমাত্র ভোট যুদ্ধের ভাবনায় হারিয়ে না যায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অহং, বুদ্ধি ও মন এই তিন নিয়ে জীবের অন্তঃকরণ সৃষ্টি হলে বহির্বিষয়ে বিভিন্ন রকম জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্রে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু–কর্ণ–নাসিকা–জিহ্বা–ত্বক) নানান কর্মের উদ্দেশ্যে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত–পদ–বাক–পায়ু–উপস্থ) এই দশ বহিঃকরণ সৃষ্টিতে ঐ আকাশ হতেই সৃষ্ট পঞ্চভূতের সক্রিয় সন্নিবেশে সম্ভব হয় । সুতরাং হে রাম! স্থাবর–জঙ্গম , স্থূলদেহ, জগৎ এই সব সত্য নয়, নিত্যও নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তোমার জ্ঞানগমঞ হচ্চে, তা সবই ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মেই লীন হয়ে চলেছে। এ যেন জলে তরঙ্গ তৈরী হওয়া আর তরঙ্গের জলে মিশে যাওয়া। হে রাম! গভীর ও প্রশান্ত সাগর যেমন তরঙ্গ রচনা করে এবং তরঙ্গ গ্রহণ করে, তেইভাবেই চিৎ জগৎ রচনা করে এবং চিতেস জগৎ লীন হয়। পরমাকাশ প্রথমে বিরাট বা প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। এক প্রদীপ হতে যেমন অসংখ্য প্রচীপ প্রজ্বলিত হয়, তেমনভাবেই এক সঙ্কল্প হতে অন্য বহু সঙ্কল্প, এক স্বপ্ন হতে অসংখ্য স্বপ্ন রচিত হয়। ব্রহ্মা হতেই অসংখ্য জীবনের সৃষ্যি হয়, ব্রহ্মার আবির্ভাবের মূল নেই, দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই ভাবগুলি হিরণ্যগর্ভা ব্রহ্মার নেই, যদিও অন্যান্য জীবের সেই ভাবসকল থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

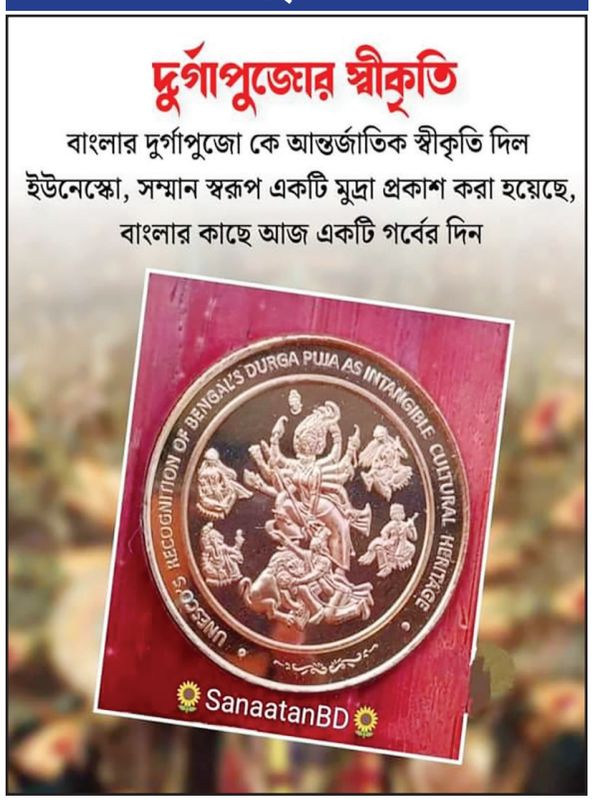

অভিষেকের রাজ্যাভিষেক কি সমাগত!

নির্মল গোস্বামী

শুরুটা হয়েছিল আচমকাই। তৃণমূল কংগ্রেস তখন তারুণ্যের তেজে টগবগ করে ছুটছে। বাংলার মানুষ মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে উজাড় করে তৃণমূলের ভোটের ঝুলি ভরে দিচ্ছে প্রতিটা নির্বাচনে। যেকোনো নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে যদিও নেত্রীই শেষ কথা বলেন, তবু রাজনীতির

কিছু প্যাঁচ পয়জার থাকে, তার রূপকার ছিলেন দুজন। এক মুকুল রায় আর দুই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রধানসেনাপতি কাঁথির শুভেন্দু অধিকারী। দলে শুভেন্দু না মুকুল কার গুরুত্ব বেশি তা ছিল তর্কসাপেক্ষ। শুভেন্দু দলের কাজে যেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতেন, তেমনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতেন। সেক্ষেত্রে মুকুল ততটা দায়িত্ব পেতেন না। যাই হোক, আমরা সকলেই জানি যে দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মধ্যে যুব শাখার গুরুত্ব অনেক বেশি। স্বয়ং নেত্রী কংগ্রেসের যুব সংগঠন–যুব কংগ্রেসের প্রোডাক্ট। শুভেন্দু ও ছাত্র যুব সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব ছিল শুভেন্দুর হাতে। দলের যুব সভাপতির দায়িত্ব ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন শুভেন্দু। মুর্শিদাবাদের দায়িত্ব পেতেই কংগ্রেসের জেতা জেলাপরিষদ তৃণমূলের দখলে চলে আসে। ফলে শুভেন্দুর সাফল্যের নজির কম নয়। যা অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের ছিল না। ফলে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে শুভেন্দুর নামই আলোচিত হত দলের অন্দরে। কারণ মুকুলের যা বয়স তাতে করে মমতার অবসরের পর মুকুলের কার্যক্ষমতা থাকবে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই জনমনেও মমতার পর শুভেন্দুর আসন পাক্কা, এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছিল। এত সদর্থক লক্ষণের মধ্যেও শুভেন্দুর ভাগ্য দেবতা বোধ হয় একটু বাঁকা হাসি হেসেছিলেন। কারণ অদৃষ্টের পরিহাসের নীতি তিনিই পরিচালনা করেন। তাই একদিন হঠাৎ–ই নেত্রী ঘোষণা করলেন যে তৃণমূলের একটি নতুন সংগঠন তৈরি হল এবং তার নাম হল 'তৃণমূল যুবা' এবং তার সর্ব ভারতীয় সভাপতি হলেন নেত্রীর পুত্রসম ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনীতির অলিগলিতে যারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তারা সেদিনই বুঝেছিল বাজটা পড়ল শুভেন্দুর মাথায়। পাকা খেলোয়াড় শুভেন্দু যে সেটা বুঝতে পারেনি তা নয়। তবে নিশ্চিত হল সেদিন, যেদিন নেত্রী যুব আর যুবাকে মিশিয়ে দিলেন। শুভেন্দুর হাত থেকে লাগাম অভিষেকের হাতে চলে গেল। ক্রমে ক্রমে বাংলার রাজনীতির আকাশে 'যুবরাজ' সৌভাগ্য সূর্যের উদয় হল। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ পদে জয়ী হবার পর দলের দ্বিতীয় জন হয়ে ওঠার লড়াই শুরু হল। শুভেন্দুর দল ত্যাগের পর সব বাধা নিমেষে উধাও হল। পাকাপাকিভাবে অভিষেক যুবরাজ হয়ে উঠল। দলের নেতাকর্মীরা লিখতে শুরু করল 'বাংলার যুবরাজ'। দলেরও নিশ্চয়ই অনুমোদন ছিল। তানাহলে কর্মীরা অতি উৎসাহী হলেও নেতার বারণ করার কথা। দেশে রাজা নেই। রানি নেই, যুবরাজ আসে কোথা থেকে? নবাব–বাদশাদের কাল কবে ভাগীরথির জলের স্রোতে ভেসে গেছে। তবুও 'বাংলার যুবরাজ' কথাটা লেখার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে মমতার পর অভিষেক। যেমন দেশের রাজার মৃত্যু হল যুবরাজই রাজা হয়। রাজার একাধিক পুত্র থাকলে সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রকে যুব রাজের পদে অভিসিক্ত করা হয় পূর্ব থেকেই। ঠিক এইভাবে অভিষেককে দলের মধ্যে শুধু নয়, জনগণের মধ্যে কৌশলে বলে দেওয়া হল মমতার পর অভিষেক। যত পুরোনো বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ নেতাই থাকুক না কেন। এটা বুঝেই শুভেন্দু মানে মানে কেটে পড়ে। এপ্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

মনমোহন সিংকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর করেছিলেন প্রণববাবু। প্রণব মুখার্জী তখন অর্থমন্ত্রী। সেই সুবাদে মনমোহন সিং প্রণববাবুকে স্যার বলে সম্বোধন করতেন। ২০০৪ সালে হঠাৎই মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হলেন। তখন প্রণববাবুও মন্ত্রীসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে স্যার বলতে প্রণববাবুর কোথায় যেন একটু বাধত। তাই ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গীপুর থেকে জিতে প্রবণবাবু ঘোষণা করেছিলেন যে এটাই তাঁর শেষ নির্বাচন। তিনি আর দাঁড়াবেন না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে এরপর কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে রাহুলকে স্যার বলতে হবে। এটা প্রণববাবুর পক্ষে সম্ভব হত না। এককালে অনেক কষ্টে রাহুলের বাবাকে স্যার বলতে হয়েছে। যাই হোক রাজনীতিতে সব সইতে হয়, তবে পদে থাকা যায়। তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতারা জানে মন্ত্রীত্ব রাখতে হলে অভিষেককে আমাদের নেতা বলতেই হবে।

যুবরাজের অভিষেক হয়েছিল ব্যানার ফেস্টুনে। পার্টির যেকোনো অনুষ্ঠানে পিসি–ভাইপোর ছবি একসঙ্গে থাকত। লোকে বুঝত পিসির পর ভাইপোর যুগ আসছে। যুবরাজ শুধু দেওয়াল লেখায় বা পোস্টারে শোভা পেতে লাগল তা নয়। তার চালচলনও হয়ে উঠল রাজসিক। যেখানে যান ৩০–৪০টা গাড়ির কনভয় সঙ্গে যায়। শত শত পুলিশ পাহারায় থাকে। যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সেই রাস্তায় সাধারণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দেশের ৫৫৬ জন এমপির ক্ষেত্রে এ জিনিস হয় না। তিনি দু'হাতে টাকা বেলান যা রাজ রাজাদের মানায়। ডায়মন্ড হারবার এমপি হবার পর থেকে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় যত দুর্গাপূজা হয়েছে প্রত্যেক পূজা কমিটিকে পাঁচ হাজার টাকা করে দিতেন। গত বছর তা সাত হাজার ছিল। এছাড়াও ঈদ কমিটি, মহরম কমিটিকে নিশ্চয়ই দেন তা না দিলে তো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হয়ে যাবে। তিনি পুজোয় গরিবদের কাপড় বিলি করবেন। তারজন্য কোটি টাকার প্যান্ডেল নির্মাণ হয়। ফলে সবটাই রাজা সুলভ। শুধু রাজ্যাভিষেক বাকি ছিল। ট্রায়াল হল নব জাগরণ যাত্রা দিয়ে। তারপর দিল্লিতে এবং রাজভবনে ধরণা। পিসি ছাড়া একক কর্মসূচি সফল করলেন। এবার পুজোয় সাতগাছিয়া, বজবজ, বিষ্ণুপুরের প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে শুধু অভিষেক ফ্রেক্স শোভা পেল। গত বছর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের ছবি একই ব্যানারে শোভা পেত। এই বছর অন্য ছবি দেখে মনে হল বোধহয় রাজ্যাভিষেকের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে। কয়েকটা মাস অপেক্ষা মাত্র। সেটা দু'ভাবে হতে পারে। হয় পিসি দিল্লি যাত্রা করবেন ভাইপোকে রাজ্যপাটে বসিয়ে, নয়তো অবসর নিয়ে ভাইপোকে পথ করে দেবেন। তবে রাজনীতির ঘূর্ণিঝড় কখন যে কোনদিকে বাঁক নেবে তা কিছুই বলা যায় না।

দেশ দেশান্তরে

ভূমিখন্ডায় চঃ

প্রণব গুহ

রাশিয়ার চাই ইউক্রেন, চিনের চাই ভিয়েতনাম, ইসরায়েলের চাই গাজা। কে জঙ্গী আর কে আক্রান্ত বোঝা দায়। মানুষ যে দিন ধর্মে, বর্ণে, জাতে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট ভূমিখন্ডে আবদ্ধ হল সেই দিন থেকে শুরু হল তার আগ্রাসন বৃত্তি। তারই ফল হাজার হাজার বছর ধরে ভুগছে পৃথিবী। এর সম্পদ ওকে লুঠ করতে হবে, ওর জমি একে দখল করতে হবে। সকলে মুখে এক পৃথিবী–এক

পরিবার–এক ভবিষ্যৎ বললেও আসলে ভাবনা কে কার অধীনে রয়েছে, কার কথা কে শুনে চলছে। তাই উন্নয়নের থেকেও প্রতিটা দেশের সব থেকে বেশি বরাদ্দ তার প্রতিরক্ষা খাতে। এর মধ্যে যারা প্রকৃত শান্তিকামী তাদের অবস্থা ঢিলে। কুল রাখি না মান রাখি অবস্থা।

যেমন ভারত। লুঠেরাদের হাতে লুণ্ঠিত হয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একটা দেশ জানে যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, উন্নয়নের একমাত্র পথ শান্তি। তাই সে কারও পক্ষ নেয় না, বিশ্ব সম্মেলনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করাতে চায়, শান্তির শত্রু জঙ্গীপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। সনাতন সংস্কৃতি যতই 'ওঁ শান্তি' বলুক না কেন ভূমিখন্ডের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ আগ্রাসনের পক্ষে। একসময় রাজা অশোক যুদ্ধের রক্তাক্ত পরিণতি দেখে বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলেন, ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। এখন আর কেউ অশোক নয়, শোকের প্রতিভু।

ভূমিখন্ডের পরিচয় শুধু বিশ্ব সমাজ নয়, একটি দেশের আভ্যন্তরীণ সমাজকেও বিভক্ত করে। সেই পথ ধরেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিপুত্রদের অধিকারের লড়াই দানা বাঁধে, সমর্থন পায়। শুধু ভারতে নয়, কোনো দেশের ভূমিপুত্ররাই চায় না অন্য দেশের মানুষ এসে তাদের বঞ্চিত করুক। সেভাবেই মহারাষ্ট্রে ক্রমশঃ দানা বাঁধছে মারাঠিদের সংরক্ষণের দাবি। ইতিমধ্যে দাবি আদায়ে আমরণ অনশন বসেছেন মনোজ জারাং পাটিল। বিরোধী থেকে সরকার সকলেই তাদের পাশে। এই বাংলাতেও বাঙালিদের অধিকার রক্ষায় মঞ্চ তৈরির

ইঙ্গিত মিলেছে। মহারাষ্ট্রকে দেখে ভয় লাগছে। এভাবেই আবার খালিস্তান, গোর্খাল্যান্ড, গ্রেটার কোচবিহার, অসম–বিহারের বাঙালি খেদাও–এর খেলা জমে উঠবে নাতো! এটা কিন্তু ভারতের সর্বভৌমত্বের প্রশ্ন। একে শুধুমাত্র রাজনীতিকদের হাতে না ছেড়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের সক্রিয় হওয়া জরুরি।

দুর্গাপুজোয় রায় বাড়িতে ধুনোপোড়া

হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গাপুজোয় একটি প্রাচীন প্রথা আজও চলে আসছে। তা হল সন্ধি পুজোর আরতির সময় 'ধুনো পোড়া'। পরিবারের বধূরা সেদিন সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে নিষ্ঠা সহকারে দুই হাতে দুটি এবং মাথায় একটি মাটির সরায় পাঠকাঠি ও ধুনো জ্বালিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হন। প্রচলিত বিশ্বাস, ধুনোর সঙ্গে উদ্গত ধোঁয়ায় পারিবারিক অকল্যাণ দূরীভূত হয়। ৪৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই পরিবারে এই 'ধুনো পোড়া'র প্রথা চলে আসছে। এই ধুনোপোড়ার সময়ে বাদ্যযন্ত্রে একটি বিশেষ বোল ধ্বনিত হয়। ধুনোপোড়া সমাপন হলে অনুজেরা অগ্রজের কোলে বসে ও প্রণাম নিবেদন করে। বড়রা ছোটদের আশীর্বাদ দেন। এছাড়া ত্রয়োদশী তিথিতে শীতলা মাতার বার্ষিক পুজোও এই বংশের একটি প্রচলিত প্রথা।

পুজোর কড়চা

পুজো মণ্ডপেই চলমান নাটক

দেবাশিস রায় : দুর্গাপুজো মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে সামাজিক বার্তা দিয়ে শারদোৎসবে নজর কেড়ে নিয়েছে একঝাঁক ছাত্রছাত্রী। এমনই চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী থাকল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহর ও সন্নিহিত এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাঁইহাট পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে এই প্রথমবার এলাকার সর্বজনীন দুর্গাপুজোগুলিকে শারদ সম্মান প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নবমীর সন্ধ্যায় ওই ওয়ার্ডের দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে ঘুরে ঘুরে শারদ সম্মান প্রদানের সময় সমাজ সচেতনতামূলক একটি নাটিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার বাসিন্দা শিক্ষিকা চম্পা সরকারের নির্দেশনায় ও স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত 'অগ্নিকন্যা' নাটিকাটিতে বাল্যবিবাহের কুফল এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। যা দেখে প্রতিটি পুজোমণ্ডপের দর্শকরা কলাকুশলীদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এই নাটিকার অন্যতম প্রধান চরিত্র ঠাকুমার ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে সংযুক্তা বিশ্বাস। সে দাঁইহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে যুগ্মভাবে অষ্টম স্থানাধিকার করেছে। এলাকার কাউন্সিলর তথা শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, ১৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক মঞ্চ সকলের সহযোগিতায় এলাকার চারটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিকে শারদ সম্মান জানাতে পেরে আনন্দিত। নবমীর সন্ধ্যায় পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে হাতে শারদ সম্মান তুলে দেওয়ার আগে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সঙ্গেই ছিল। তারা তাদের অভিনীত 'অগ্নিকন্যা' নাটিকাটির মাধ্যমে যেভাবে জনসচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাতে আমরা অভিভূত। সামগ্রীক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা হিসেবে শারদ সম্মান লাভ করে বেড়া মিলপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

পাঠকের কলমে

উচ্ছিষ্ট সরবে কবে

ইউনিস্কোর হেরিটেজ বাংলার দুর্গাপুজো এখন আদিখ্যেতা। এর আগে যেন বাঙালি দুর্গাপুজোয় আনন্দ করেনি, ঠাকুর দেখেনি। এখন দুর্গাপুজো মানে জাহির করার প্রতিযোগিতা, বাইরে বেরোতে আতঙ্ক, অধিকার হরণের বাড়াবাড়ি। যাই হোক, সে পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে ১০দিন হয়ে গেল। রাজনীতিক ও পুজো উদ্যোক্তারা নাম কামালো,

ব্যবসাদাররা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারের ফায়দা লুটলো, ঠিকাদাররা শহর সাজাবার কাজের বরাত পেয়ে লাভের মুখ দেখলো। শেষে সবাই কেটে পড়ল আর সারা শহর হয়ে রইল পুজোর উচ্ছিষ্টে কলুষিত। গঙ্গা সহ বিসর্জনের ঘাটগুলো আবর্জনায় ভরা, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় আধখোলা বাঁশের ব্যারিকেড ঝুলছে। বড় বড় রাস্তা জুড়ে তৈরি প্যান্ডেল এখনও খোলা হয়নি। যারা খুলেছে রাস্তা, ফুটপাথে পড়ে রয়েছে তাদের উচ্ছিষ্ট বাঁশ, প্লাইবোর্ডের কাঠামো। চলতে গিয়ে হোঁচট খেলেও কিছুই বলার নেই। আধ খোলা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ের ফ্রেম বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। মাথায় পড়লেও দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে হবে। পুরো শহরটা এখন পুরসভার নয়, ঠিকাদারদের অলস কর্মীদের অধীনে। ভুলেও এসব অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেও না, এখন বাংলার সম্পদ তার করদাতা নাগরিকরা নয়, গর্ব এখন হেরিটেজ দুর্গাপুজো। এসব মেনে সমাজে যদি থাকতে পারো থাকো, নাহলে অন্যত্র কেটে পড়ো। এমন দৌড়াত্ম চলবেই। দেখার কেউ নেই।

বিধান মজুমদার
কলকাতা

পুরনো দিনের গান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের দুর্গোৎসবে শহর থেকে নগর, নগর থেকে গ্রাম সর্বত্রই পুরনো দিনের বাংলা বা হিন্দি গানের আধিক্য দেখে বেশ ভালো লাগার পাশাপাশি অনেকের মনেই উঁকি মেরেছে প্রশ্ন, এর কারণ কী? নতুন গান কী শ্রোতাদের মনে দাগ কাটতে পারছে না? এ বিষয়ে এ শহরের সুরকার কল্যাণ সেন বরাটের বক্তব্য, পুজো মানেই আমাদের কাছে একটা নস্টালজিয়া, সেটাই একটা বড়ো কারণ মনে হয়। আরেকটা হল, পুজোর গান এখন কিছু একটা তৈরি হয় না। সারা বছরই গানের সাপ্লাই। কাজী কামলি নাসের বললেন, যা কিছু অতীত তার থেকে রসদ নিয়ে আগামীর পথের সন্ধান করাটাই হচ্ছে আধুনিকতার শুভ লক্ষ্মণ। সুরকার শিল্পী কঙ্কণ ভট্টাচার্যের কথায়, শ্রোতা যখন কোনও গানকে নিজের গান বলে মনে করবে, তখন সেটাই তার মনে একটা স্থান করে নেবে। সে সেটা স্মরণে রাখবে। চিত্র পরিচালক রাজা সেন বললেন, পুজোর গান আমাদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা তৈরি করতো। মান্না দে কী কী গান গাইলো। আর সলিল চৌধুরি'র কী কী গান

আসলো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কী গান আসলো। এর একটা অসাধারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করত আমাদের ৫০ – ৬০ বছর আগে। আজকের দিনে আমাদের সেই সুন্দর দিন কোথায়? আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা তারা তাদের মতো করে স্মার্ট মোবাইল ঘাঁটছে। ছবি তুলছে। বাজিপটকা ফাটাচ্ছে। বেলুন ফাটাচ্ছে।

আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে দুর্গোৎসবের রঙ ও রূপ। সেই বুননকে বৈচিত্র্যপূর্ণ আধুনিকতার মনন দিয়ে স্বাগত জানানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কলকাতা মহানগরের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা। অতীতের স্মৃতিচারণ করেও নতুন সময় ও বর্তমান প্রজন্মের ভালো লাগাকে সময়ের সঙ্গে মর্যাদার চোখে দেখতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কলকাতা শহরের বিশিষ্ট জনেরা।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ভুয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে স্কুলে জয়েন করতে এসে বেকায়দায় যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে স্কুলে জয়েন করতে এসে পালিয়ে বাঁচলো এক যুবক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের মহেশপুর অ:প্রা বিদ্যালয়ে নিয়োগ পত্র নিয়ে গত ১৬ অক্টোবর জয়েন করতে আসে উৎপল দাস নামে এক যুবক। প্রধান শিক্ষকের সন্দেহ হওয়ায় পরের দিন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে নিয়ে যায় ওই যুবককে। বেগতিক বুঝে ওই যুবক সেখান থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের বাড়ি পাথরপ্রতিমা ব্লকের হেরম্ব গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিন কাশিনগর এলাকায়।

উল্লেখ্য, একদল অসাধু মানুষজন প্রাইমারি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সই নকল করে মোটা টাকার বিনিময়ে জাল নিয়োগ পত্র ধরিয়ে দিচ্ছে বেকার ছেলেদের হাতে। সেই নিয়োগ পত্র নিয়ে আশায় বুক বেঁধে বেকার চাকরি প্রার্থীরা স্কুলে যাওয়ার পর বুঝতে পারেন তারা কোন চক্রে ফেঁসেছেন। লোক লজ্জা ও আইনের জটিলতার ভয়ে, বুঝতে পারার পর এসআই অফিস থেকে গা ঢাকা দিচ্ছেন ওই সমস্ত বেকার যুবক যুবতিরা। মানবিক কারণে স্কুলের এসআইরা তাদেরকে পালাতে সাহায্য করছেন বলে অভিযোগ।

এমনই ঘটনা চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। ইতিমধ্যে বাসন্তী, সোনারপুরে, এই ঘটনা ঘটার পর এবার ঘটল পাথরপ্রতিমায়। সিপিএম ও বিজেপি দাবি এর মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করা হোক। অন্যদিকে শাসকদলের পক্ষ থেকেও এমন দাবি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা এই প্রতারণা চক্রে কেউ পা দেবেন না, পা দিয়ে কেউ ঠকবেন না। উৎপল দাসের পরিবারের লোকজন উৎপলকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় নিয়োগ দুর্নীতির এত ধরপাকড়ের পরেও ভুয়ো নিয়োগের পর্ব চলছেই। এখনই প্রশাসন সাবধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

যেন ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর

প্রথম পাতার পর

ফোন করলে চাবি খুলে দেন যদিও বিনিময়ে তাকে কিছু অর্থ দিতে হয়। সম্প্রতি ওই চিনা মন্দরে গিয়ে চোখে পড়ল মন্দির চত্বরে জল জমে আছে। আবর্জনায় পরিপূর্ণ। জল নিষ্কাষণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। চারিদিকে ডেঙ্গুর জন্য সরকারি ভাবে সচেতন করা হচ্ছে কোনো জায়গায় জল জমতে দেবেন না। জমা জল ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর। দেখা গেল মন্দিরের বাইরে পূজালী পুরসভাও ফেস্টুনের মাধ্যমে সে সতর্কবার্তা দিয়েছে। অথচ জমা জল পরিষ্কারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। চিনা মন্দির প্রাঙ্গণ এখন ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর।

মন্দিরের কেয়ারটেকার সেখ ফারুকুল (গোপাল)কে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি কী করে জল বের করব। চিনা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে জি হি হিং চার্চ ক্লাব। কেয়ারটেকার ওই সংস্থার ফোন নম্বর দিতে রাজি হননি। একটা ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রে এভাবে জল জমে থাকায় অনেক পর্যটকই ক্ষুব্ধ। স্থানীয় মানুষজন এই জমা জল দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত। অনেকেই ডেঙ্গুর আশঙ্কা করছেন। এ ব্যাপারে পূজালী পৌর প্রশাসনিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য ফজলুল হক বলেন, মন্দির কর্তৃপক্ষ আমাদের পৌরসভাকে ওখানে কিছু করতে দেয় না। তবুও যেহেতু বিষয়টি ডেঙ্গু সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িত, আমি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখব।

প্রমাণ করতে হবে

প্রথম পাতার পর

তার বলিষ্ঠ বক্তব্যে ও চৌখস সাংগঠনিক প্রতিভা যার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দুর্ভেদ্য বাম দুর্গের ভিত একটু একটু করে নড়িয়ে দিতে দিতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন হন। যার ফলে সাংগঠনিকভাবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাটা কখনও ভেঙে পড়েনি। তার অবর্তমানে এই জেলার এই জায়গাটা কে পূরণ করতে পারবে আমার জানা নেই। তবে তিনি যখন এই জেলার সভাপতি বা অভিভাবক ছিলেন, সেই সময়েই সুটিয়ার বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ড, কামদুনি কাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটে। যে ঘটনাগুলি যথেষ্ট নিন্দনীয়। যারা ভিকটিম পরিবার তারা যা চায়, তা আজও পুরণ হয়নি। ফলে অভিভাবকের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ ব্যাপারে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত কতখানি ছিল না ছিল তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আরও আন্তরিকতার সাথে ওই পরিবারগুলোর বিষয়গুলো দেখলে ভিকটিম পরিবারগুলোর ভাল হত। কেননা মুখ্যমন্ত্রী তো তার চোখ দিয়েই জেলাটাকে দেখতেন। মানব খাদ্য কেলেঙ্কারী যেটা এখন উঠে এসেছে সেটা যথেষ্ট গর্হিত কাজ। আমার মনে হয় রাজনীতিকদের কখনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। কারণ রাজা বা রাজ প্রতিনিধিরা যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে রাজ্যপাট নড়বড়ে হতে হতে একসময় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তবে যে অভিযোগগুলি তার বিরুদ্ধে উঠেছে, সেগুলো এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। উনি যে নির্দোষ তা তাকেই প্রমাণ করে দোষমুক্ত হওয়াটা যেমন রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তেমনই সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও। কারণ তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতির ইঙ্গিত বহন করছে।'

গুণীনের কাছ থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কামড় দিয়েছিল কেউটে সাপে। কামড় খেয়ে গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যুবক। ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রবাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায় সে। গত বুধবার এমন ঘটনা ঘটেছে ক্যানিং থানা এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের মধ্য ডেভিসাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ হোসেন ঘরামী। বুধবার সকালে ধানজমি দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন। সেই সময় তার পায়ে একটি বিষধর সাপ কামড় দেয়। যদিও কি কামড় দিয়েছে তা দেখতে পাননি। এরপর তড়িঘড়ি স্থানীয় এক গুণীনের কাছে হাজির হয় ফিরোজ। গুণীন তার কেরামতি দেখানোর কাজ শুরু করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে গুণীনের কাছ থেকে পালিয়ে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা

হাসপাতালে হাজীর হয়। শুরু হয় চিকিৎসা। হাসপাতালের তরফে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ৩০টি এভিএস দেওয়া হয়। বর্তমানে সুস্থ ওই যুবক।

ঘটনা প্রসঙ্গে ফিরোজ হোসেন ঘরামী জানিয়েছেন, বিশ্বাস করে গুণীনের কাছে গিয়েছিলাম। ভুল বুঝতে পেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুণীনের কাছ থেকে ফিরে হাসপাতালে যাই।

অন্যদিকে কালিকাপুর এলাকার গৃহবধু অনিমা মন্ডল রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তাকে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়।পরিবারের লোকজন প্রায় দুঘন্টা সময় অতিবাহিত করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য।

এমন ঘটনায় হতবাক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়।তিনি জানিয়েছেন,একজন গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আর অপর জন দুঘন্টা সময় নষ্ট করে হাসপাতালে এসেছেন। দুটি ঘটনাই উদ্বেগজনক। আমরা তাদেরকে সচেতন করছি। আশা করি মানুষ ভুল ধারণা থেকে পিছিয়ে আসবে এবং সচেতন হবেন।

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কঠোর শাস্তির আবেদন জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টীর জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদারের নেতৃত্বে কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থক বৃহস্পতিবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে বিডিও অফিসে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় দলের তরফে।

রেশন ব্যবস্থায় যেভাবে ব্যাপক দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা সমগ্র দেশবাসী দেখতে পেয়েছেন। এছাড়াও রেশনে খাদ্যের গুণগত মান অতি নগণ্য, ভুয়ো রেশন কার্ড

তৈরী করে জনগণের খাদ্য সামগ্রী লুঠ হয়েছে। এর মূল কারণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মন্ত্রীত্বে বসে প্রশাসনিক সহযোগীতা কে কাজে লাগিয়ে জনগণকে ঠকিয়ে কোটি কোটি টাকা লুঠ করেছে। ফলে অবিলম্বে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। ব্লক অফিস বা প্রশাসনিক ভবন যা গণতন্ত্রের মন্দির সেখানে জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে কোন দালাল চক্রছাড়া। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে। তা নাহলে সাধারণ মানুষের জন্য আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পাটী বৃহত্তম আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবে।

ছিনতাই যাওয়া টাকা ও গহনা উদ্ধার,গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় সাফল্য পেলে উস্থি থানার পুলিশ। ছিনতাই হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার করা হল দুজনকে।

সোমবার রায়দিঘী গামী এম টেন বাসের এক মহিলা যাত্রীর থেকে সোনার গহনা খোয়া যায়। এরপরে এই ঘটনায় উস্তি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরের কাটানদিঘি এলাকায় একটি বানজারা গ্রুপ রয়েছে। যারা নিত্যদিন বিভিন্ন বাসে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

এরপরেই মঙ্গলবার উস্থি ও

মথুরাপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে এলাকা থেকে ছিনতাই চক্রের মূলপান্ডা সহ দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা।

এই ঘটনায় মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামী সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটছিল। বাঞ্জারা গ্রুপ এই সব ঘটনার নেপথ্যে। অবশ্য ঘটনায় অভিযুক্তদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও তিনি জানান।

মাতলা নদীতে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্যানিং থানার অন্তর্গত বৈতরণী মহাশ্মশান সংলগ্ন মাতলা নদীর রেলব্রিজ জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। রিপোর্ট

আসলে আসল ঘটনা উঠে আসবে। অন্যদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৈতরণী মহাশ্মশান সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। স্থানীয় মানুষের দাবি ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে অন্যত্র কোথাও খুন করে মাতলা রেলব্রিজ লাগোয়া জঙ্গলে ফেলে রেখে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা। উল্লেখ্য বিগত প্রায় এক বছর আগে মাতলা রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকার একটি ফিসারী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়াও কয়েকমাস আগে রাতের অন্ধকারে বৈতরণী মহাশ্মশানের ডোম এর উপর দুষ্কৃতিরা অতর্কিতে আক্রমন চালায়। গুরুতর জখম হয়েছিলেন শ্মশানের ডোম। এই অঞ্চল ধারাবাহিকভাবে দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠলেও পুলিশ প্রশাসন এখনও সে ভাবে নজর দেয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী সঙ্গে সন্তোষীমাতার পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ার গেটের কাছে চন্দ্রমোহন স্ট্রীটে সন্তোষী মাতার পুজো এবার ৪৩ বছরে পদার্পণ করছে। স্থানীয় নবীন হিন্দি পুস্তকালয়ের উদ্যোগে জাঁকজমক মহা সমারোহে এই পুজো পালিত হয়। এই জুট মিল চত্বরে সব ধর্মের মানুষের বসবাস। তাদের মনস্কামনা পূরণের আশায় ভক্তরা এখানে ভিড় জমান। মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়। পুজো কমিটির সেক্রেটারি প্রদীপ চৌধুরী বলেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো চারদিন পুজো হয়। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত থাকবেন ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী ও ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খান। ওই দিনই দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্রদান করা হবে। ২৪ নভেম্বর গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।

বিজয় সম্মিলনী

সঞ্জয় চক্রবর্তী : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়া জগদীশপুর হাটের ঐতিহ্যবাহী লিটিল ম্যাগাজিন নতুন প্রভাত–এর ২৩৯ তম বার্ষিক আসর ও বিজয়া সম্মিলনী। যদিও এবছর পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা বড় আকারের প্রকাশিত না হলেও ট্র্যাবলয়েড আকারে প্রকাশিত হয়। একই মঞ্চে সৃজনী সময়ের বিশেষ পুজো সংখ্যা ও মানিকলাল শ্রীমানী–র কাব্য গ্রন্থ জীবন তরী তোমার জন্য প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ডঃ মোহনলাল মণ্ডল, পত্রিকার সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায়, মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ নিলাদ্রী বিশ্বাস (বাচিক শিল্পী), অলোক কুন্ডু, ডঃ সুগত মুখার্জী, দিলীপ বসু, ডঃ বললাম পাল সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিগন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বহু শিশু শিল্পী অংশ গ্রহণ করে।

প্রেমিকাকে অ্যাসিড

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমিকাকে ঘুরতে আনার নাম করে অ্যাসিড মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার থানার হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকায়।

জানা যায়, বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জের বাসিন্দা সেখ শাহরুখ তার প্রেমিকাকে নিয়ে সোমবার ডায়মন্ড হারবার ঘুরতে আসে। এরপরেই প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে রাস্তায় অ্যাসিড ছুড়ে মারেন ওই যুবক। ঘটনার জেরে আহত হন প্রেমিকা ও ওই যুবক। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তাদের ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্যাতিতা মহিলা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত যুবকের সাথে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। এরপরেই ওই যুবক মহিলার একাধিক সম্পর্কের কথা জানতে পারলে তার উপর অ্যাসিড হামলা করে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করল ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। ব্যবস্থাপনায় ছিল বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পারিজাত সংঘ। অনুষ্ঠানে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শপথবাক্য পাঠ, মশাল দৌড়, সঙ্গীত এবং আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, এপিএ কপিল কুমার, পারিজাত সংঘের সম্পাদক তপন হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিহার অধিকারী প্রমুখ। এই কর্মসূচিতে প্রায় একশ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বাখরা হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল এ বছর পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজোগুলিকে শারদ–সম্মান দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এলাকার নাট্যকর্মী হিসাবে বুবাই মাল পরিচিত। এবছর পঞ্চায়েত ভোটে বামের হাত ছেড়ে তৃণমূলে যোগাদান করে বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন। শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল যে তাঁর কম পদ্ধতি গতানুগতিকতায় আবদ্ধ না থেকে একটু ভিন্ন পথের হবে। সেই অনুমানই সত্য হল, যখন তিনি রাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত পুজোগুলিকে নিয়ে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার কথা ঘোষণা করলেন। পাঁচজনের বিচারক মণ্ডলী এবং সমস্ত সদস্য–সদস্যাদের নিয়ে চারটি অটোয় করে ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুদিন ধরে সমস্ত পুজো মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেন। পুজো উদ্যোক্তারা ভীষণ খুশি। ইতিপূর্বে কোন প্রধান এমন উদ্যোগ নেয় নি। আশপাশের অন্য পঞ্চায়েতগুলিও এই উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। পারিবারিক, আবাসন ও সার্বজনীন মিলে মোট ৩৮টি পুজো হয় বাখরাহাট অঞ্চলে। বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২৩–এর সেরার সেরা পুজো নির্বাচিত হয় সাঁজুয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন। এ বছর তারা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করল। সেরার সেরা প্রতিমা নির্বাচিত হয় বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির দুর্গা প্রতিমা। সেরার সেরা মণ্ডপ নির্বাচিত হয় কাচবাগান মিলন সংঘের মণ্ডপ। এছাড়াও সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, পারিবারিক পুজা ও আবাসনের পুজো এবং সামাজিক সচেতনতা মিলে মোট ১৮টি পুজো কমিটিকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। প্রধান বলেন, সব উৎসব মিটলে একদিন সভা ডেকে পুজো কমিটিগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

সৌরভ মাজিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ অক্টোবর বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাসগুপ্তের ঐকান্তিক উদ্যোগে বজবজ পৌরসভার পক্ষ থেকে বজবজের ভূমিপুত্র সৌরভ মাজিকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হল। গত ২৩ আগস্ট ২০২৩ চন্দ্রযান–৩ চাঁদের মাটিতে দক্ষিণ মেরুতে ভারত দেশ হিসাবে প্রথম

সফল অবতরণ করে। এই ঘটনায় সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। চন্দ্রযান–৩ অভিযানের কারিগরদের মধ্যে ছিলেন বজবজের বাসিন্দা ইসরোর গবেষক তরুণ বিজ্ঞানী সৌরভ মাজি। যিনি বজবজকে ধন্য করেছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপ্লুত সৌরভ মাজি বলেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীও একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আর কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদের সব কিছু মানুষের আয়ত্বে চলে আসবে। চন্দ্রযান–৪ অভিযান হবে জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বজবজের বিশিষ্ট মানুষজন ও নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সদিচ্ছার অভাবে

প্রথম পাতার পর

বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব, ছোট প্যাকেট পাটেরই হোক। তার উপরে থাকুক প্লাস্টিকের মোড়ক। যার উপর লেখা থাকবে প্রকীয়রমেন্ট এবং প্যাকেজিংএর তারিখ সহ সামগ্রীর খুঁটিনাটি। সরকারকে শুধু প্যাকেজিংএর পরিকাঠামো গড়ায় সাহায্য করতে হবে কল মালিককে। এতে নিশ্চিত ভর্তুকির পরিমান কিছুটা বাড়বে কিন্তু মিলবে জনগণের দীর্ঘস্থায়ী স্বস্তি আর কেড়ে খাওয়ার হাত থেকে মিলবে রেহাই। চন্দ্র–সূর্যযান পাঠানো, তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখা ভারতবাসী এটুকু আশা নিশ্চয়ই করতে পারে। এখন প্রশ্ন, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের চলতি প্রাচীন বস্তাপচা জগদ্দল সিস্টেমটাকে সরাবার সাহস ও সদিচ্ছা দেখাবে কে?

অভাবকে সঙ্গী করে জন্মান্ধ স্বামীর হাত ধরে ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল অসহায় দম্পতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাত কাঁপছে,পা কাঁপছে টলমল অবস্থায় কোন প্রকারে জীবন জীবিকার টানে বছর পঁয়ষট্টির জন্মান্ধ স্বামীর হাত ধরে বিভিন্ন ষ্টেশনে,ফুটপাথ,বাজারহাট এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন গুজরান করেন মরণি প্রামাণিক। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলার মঠেরদিঘি হাসপাতাল সংলগ্ন সান্তমারা পাড়ার বাসিন্দা দম্পতি শ্রীপতি প্রামাণিক ও মরণি প্রামাণিক।

দম্পতির বসবাসের ঘরটিও থাকার অযোগ্য। কোন প্রকারে কুঁড়ে ঘরে বসবাস করেন। দুই ছেলে। তারা বৃদ্ধ বাবা–মা কে দেখাশোনা করে না বলে অভিযোগ। দম্পতির আরো অভিযোগ, সম্পত্তি যা কিছু ছিল তার সবটাই দখল করে নিয়েছে নিজের ভাই। আয় বলতে কিছুই নেই। আর এই কারণে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত জোগাতে বিভিন্ন ষ্টেশনে, বাজারহাট, ফুটপাথে স্বামীকে নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচার চেষ্টা করছেন বৃদ্ধ দম্পতি। কোনদিন একবেলা অন্নের সংস্থান করতে পারেন আবার কখনও বা অনাহারে দিনযাপন করেন এই বৃদ্ধ দম্পতি।

বৃদ্ধা মরণির দাবী, স্বামী জন্মান্ধ। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। ঠিক মতো চলাচল করতে পারে না। কোন রকমে স্বামীকে সাথে করে নিয়ে

ষ্টেশন, ফুটপাথ কিংবা বাজারহাট এলাকায় ভিক্ষার জন্য বসে থাকি।

কোন দিন ১০০ টাকা আবার কোনদিন ৩০০ টাকা আয় হয়। দুজনের দুবেলা পেটের ভাত জোগাড় করতে খুব কষ্ট হয়। জন্মান্ধ শ্রীপতির দাবী, রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। দুঃখের বিষয় জন্মান্ধ হয়েও কোন প্রকল্পে নাম নেই। কোন ভাতা মেলে না। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের করুণ দুর্দশার কথা ভেবে বাঁচার জন্য সাহায্য করেন তাহলে ভালো হয়।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু

মলয় সুর : চন্দননগরে বেজে উঠলো আগমনের আনন্দ সুর, সঙ্গে উৎসবের মেজাজ দুর্গাপূজার মহালয়া, দশমী ও কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন থেকেই এই শহরের শুরু হয়ে গেল মা জগদ্ধাত্রী কাঠামো পুজো। দুর্গাপুজোর ঠিক একমাস পরে এই পুজো হয়। কলকাতার দুর্গা পূজার মতো এখানকার পুজা মন্ডপ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম হয়। বিখ্যাত আলোক শিল্পীদের হাতের নৈপুণ্য ফুটে ওঠে কারুকার্য। পুজোর কয়েকটা দিন স্থানীয় মানুষজন মেতে ওঠেন উৎসবে। দশমীর দিন চন্দননগরের আলোকসজ্জা সহ বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে লাখো লাখো মানুষের সমাগম হয়। এবার চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির আওতায় অনুমোদিত

পুজোড় সংখ্যা ১৭৭ টি। নভেম্বর রবিবার। তবে চন্দননগরে চার দিনেই জগদ্ধাত্রী পূজোর উৎসব হবে। ভাইফোঁটার দিন থেকেই দর্শনার্থীর জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্ডপ। ২৩ ও ২৪ নভেম্বর বিসর্জনের দিন ঠিক হয়েছে। প্রায় ৩০০টি পুজো রয়েছে ভদ্রেশ্বর, মানকুন্ডু ও চন্দনগরে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, এবারের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে ৬২টি বারোয়ারি। লরি থাকবে ২৩০ টি। জুবিলি রয়েছে ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর মিলিয়ে ছটা বারোয়ারির। ফরাসি শহর চন্দননগরের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসব হবে। প্রসঙ্গত, বাবুরবাজার বারোয়ারি মহালয়ার দিন কাঠামো পুজো করলো। এই পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জু ব্যানার্জি সৌমেন্দ্র নাথ দাস ও নীলমণি ভর বলেন এবার আমরা সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করলাম। মেদিনীপুরের ডেকোরেটর অসাধারণ রাজস্থানের বিখ্যাত লোকনৃত্য ঘুঙুরের ঘটা আকৃতিতে মণ্ডপটির সাজিয়ে দর্শকদের উপহার দেবেন। জি টি রোডের অদূরে বাবুর বাজার পূজা মন্ডপে পুজোর কদিন এবার ভালো ভিড় হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা করছেন।

মহানগরে

পৌর স্বাস্থ্যবিভাগের সময় পরিবর্তনে সমস্যা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের নতুন সময়সূচি বর্তমানে যেটা কার্যকর হয়েছে। সেটা হল সকাল ১১ টা থেকে সন্ধে ৭টা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে বর্ধিত কর্মসূচি বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর গ্রহণ করেছে তা কলকাতাবাসীর অধিকাংশের না জানার দরুন ওয়ার্ডের অনেকেই পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। কলকাতা পৌর অধিবেশনে এই অভিযোগ তুলেছেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তথা প্রাক্তন উপ-মহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিত। মীনাদেবীর প্রস্তাব, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ও পৌরবাসীর উপকারে পূর্ববর্তী সময় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত যে সময়সূচি ছিল তাই অনুসরণ করা হোক।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান উপ-মহানাগরিক স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি খুলে রাখার এই নির্দেশিকা দেওয়ার ফলেই সপ্তাহের তিনদিন সোমবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত আর সপ্তাহের বাকি দু'দিন মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত আর শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলে রাখা হচ্ছে। আসলে এতদিন কলকাতাবাসী জানতো পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি খোলা থাকত, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত এই পরিষেবা পারেন। কিন্তু কলকাতাবাসীর সকলেই জানেন কলকাতা শহরে এমন প্রচুর মানুষ আছেন, যারা প্রান্তিক সীমার নিচে বাস করেন। যারা সকালবেলা বাড়িবাড়ি কাজে যান। ফলে তারা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কাজের চাপে পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে পারেন না। তারা বলছেন, কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তাদের যখন জ্বর হচ্ছে, ফলে তাদের যখন মনে হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা করা দরকার তখন তারা পৌর পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই সমস্যা সব জায়গায় হচ্ছে। কলকাতা শহরের 'আপার প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার' গুলি এতোদিন সকাল ৮টা থেকে ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকতো। সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

উপ-মহানাগরিক আরও জানান, আমরাও মহানাগরিকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে অনেক ভাবনাচিন্তা করে কলকাতা মহানগরে পৌর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রোগীদের কথা ভেবে সপ্তাহে দু'দিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা রেখেছে, তাহলে এই ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার সময়কালে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকলে কলকাতাবাসী উপকৃত হবে।

উল্লেখ্য, 'দি হেল্‌থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, স্বাস্থ্যভবন ২০ সেপ্টেম্বরে এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে সপ্তাহে দু'দিন মঙ্গলবার ও শুক্রবার সপ্তাহের এই দু'দিন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য অটো ও হ্যান্ড মাইকিং – এ প্রচার করতে বলা হয়েছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে। সেইমত বাংলা ও হিন্দিতে হ্যান্ডবিলেও সময়সূচির পরিবর্তনটা প্রচারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

লেন্স বার্তা

বিদায়গাড়ি : বিদায় বেলায় রেড রোডে পূজা কার্নিভালের ঠিক আগের দিনই ছিল বিটি রোডের কার্নিভাল, চলছে তারই প্রস্তুতি চিড়িয়া মোড়ের কাছে।

ভুয়োদর্শন : এ বছরে বেশ ভালো রকমেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ভুয়ো পুজো ফোরামের কার্ড, নাজেহাল পুজো কর্তারা।

কুর্নিশ কলকাতা পুলিশ : দিন রাত এক করে অন্য বছরের মতো এ বছরেও দুর্গোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সাবধান : উপ মহানাগরিক খাবারের গুণমান যাচাইয়ে রেস্তরাঁ অভিযানে বের হয়েছেন।

অপচয় : সরসুনা কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের বিপরীতে খোলা আকাশের নিচে গত গোটা বর্ষায় কাঁচা মাটির ওপর আগাছায় ঢাকা অবস্থায় পড়েছিল, উৎসেই জঞ্জাল পৃথকীকরণের কাজে ব্যবহারের জন্য দেওয়া এই নতুন ২৫টির অধিক ট্রাইসাইকেল। যেগুলি আজ আগাছা সরিয়ে মরচে পরা অবস্থায় বের করা হচ্ছে।

ছবি ও তথ্য : বরুণ মণ্ডল

বাংলা তথা ভারতের রোগী ও তার পরিবারদের ভরসা কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের ভিতরে পানীয় জলের বুথটি বহুদিন ধরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। মানুষের দুর্গতি সত্ত্বেও নজর নেই হাসপাতাল প্রশাসনের। ছবি : অরুণ লোধ

খবরের কাগজের ঠোঙায় মারণ রোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাগজের ঠোঙায় মারণ রোগ! কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ নিয়ামক মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি গুণমান নিয়ামক সংস্থা 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া'(এফএসএসএআই) সিদ্ধান্তে নিষিদ্ধ হল খবরের কাগজে তৈরি ঠোঙা। তেলে ভাজা-ঝালমুড়ি-শসা-পেয়ারা কুচি বা অন্য কোনও খাবার পরিবেশনে হাজির আদি ও অকৃত্রিম সেই খবরের কাগজের ঠোঙা। গ্রাম থেকে শহর প্রত্যেক দোকানে মিলবে খবরের কাগজের ঠোঙার সন্ধান। রুটি-রুজির টানে কত না নিম্নবিত্ত পরিবারের সংসার চলছে, সে খোঁজ আর রাখছে কে? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি গুণমান নিয়ামক সংস্থা 'ফ্যাসাই' খবরের কাগজের যে 'সলভেন' ব্যবহৃত হয় তা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর এফএসএসএআই এমনটাই জানাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। এই খবরের কাগজের ঠোঙাতে খাবার বিক্রিতে অত্যন্ত সস্তাতে খাবার পাওয়া যায়। ফ্যাসাইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্তা জি কমলা বর্ধন রাত্ত বলেছেন, সারা দেশে ক্রেতাদের এবং খাদ্য বিক্রেতাদের খাদ্য সামগ্রী পরিবেশনে এবং সংরক্ষণের জন্য খবরের কাগজের ঠোঙার ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কারণ খবরের কাগজের ছাপার কালিতে ব্যবহৃত রঙ ও রাসায়নিক মানুষের পেটে গেলে হতে পারে শারীরিক সমস্যা। ক্যানসারের মতো মারণ রোগের ঝুঁকি এড়াতেই গৃহীত হয়েছে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

ঠোঙা ব্যান করেছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য নিয়ামক সংস্থা এফএসএসএআই-এর বক্তব্য এই খবরের কাগজের ঠোঙায় যে কালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে যারা খুচরো তৈরি খাবারের ব্যবসা করে তারা এবং ক্রেতারা খুশি নয় ফ্যাসাইয়ের এই খবরের কাগজের ঠোঙা ব্যান করার সিদ্ধান্তে। ক্রেতা থেকে বিক্রেতাদের দাবি খবরের কাগজের ঠোঙাতে খাবার বিক্রি বন্ধ করলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। ডা. স্বপন বিশ্বাসের বক্তব্য, উন্নতমানের প্লাস্টিকে খাদ্য সামগ্রী পরিবেশনের স্বার্থে তা ব্যবহার হলে চড়া দামে বিক্রি হবে খাবার। যার ফলে থমকে যাবে ব্যবসার স্বাভাবিক ছন্দ। খবরের কাগজের দাম অনেক কম। মোটা কাগজের দাম অনেক বেশি। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। ফলে পাঁচ টাকার ঝালমুড়ি বিক্রি করা যাবে না বলে দাবি বিক্রেতাদের। তা পড়বে ৮ – ৯ টাকা। অনেক ক্রেতা বলছেন, খবরের কাগজ তেলেভাজার তেলটা শুষে নেয়। যা ভালো। কিন্তু খবরের কাগজের কালি স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে প্লাস্টিক ব্যাগ খবরের কাগজের চেয়েও ভালো। প্রযুক্তি আর উন্নতমানের জীবনধারা আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাছে কী তবে হার মানতে বাধ্য হবে চিরাচরিত খবরের কাগজের ঠোঙা। রোজগারহীন হবে সমাজের আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু অসহায় মানুষ। এর জবাব দেবে কে? কিন্তু খবরের কাগজের কালি যে শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এদিকে, কলকাতা পৌরসংস্থার উপ-মহানাগরিক অতীন ঘোষ পৌরসংস্থার সকল ফুড সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও শারদোৎসবের সময়কালে খাবারের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে কলকাতা শহরের রেস্তোরাঁ থেকে ফুটপাথের খাবারের গুণমত মান ও উপাদান পরীক্ষায় তা যাচাই ও মান নির্দিষ্ট মানে রাখতে ১৮ অক্টোবর চতুর্থী থেকে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে অভিযানে বের হন। লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত এ অভিযান চলে। অর্ধেক রান্না করা খাবার ও দীর্ঘক্ষণ ফেলে রেখে তারপর রান্না করে ক্রেতাদের যাতে না দেওয়া হয়, সবদিকেই খেয়াল রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাসী খাবার কোনও সময়কালেই ক্রেতাদের না দেওয়ার সতর্কতাজারি করেছেন কলকাতার ডেপুটি মহানাগরিক। তিনি বলেন, ছোটোখাটো রেস্তোরাঁর উপর পুজোর সময়ে কোনও নজরদারি থাকে না বলে যে অভিযোগ উঠে, এবার সেটায় বেশি জোর দেওয়া হয়। প্রতি বছর দুর্গোৎসবের পর দূষিত খাবারের কারণে আন্ত্রিক রোগীর সংখ্যাও বাড়ে। আবার চলতি নভেম্বর মাসে কালীপুজো থেকে ছটপুজো কালে কলকাতা শহরস্থিত রেস্তোরাঁ ও পথপার্শ্বের ছোটোখাটো খাবারের স্টলগুলিতে খাবারের গুণমাণ যাচাইয়ের অভিযান চালানো হবে। খাবারের দোকানের জলও পরীক্ষা করে দেখা হবে। দূষিত জলের জন্য আন্ত্রিক হতে পারে।

আধারে স্থায়ী ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যদি পরিযায়ী শ্রমিক বা কর্মচারী হয়, সেক্ষেত্রে কী আধার কার্ডের স্থায়ী ঠিকানা'র সঙ্গে অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে স্থানীয় ব্যবসায়ী সংস্থার ঠিকানা দিতে পারে? না, আধার কার্ডে স্থায়ী ঠিকানা'র পাশে অস্থায়ী ঠিকানা দেওয়ার কোনও রকম সুযোগ নেই বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

কলকাতা পৌরসংস্থার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক আরও জানান, বর্তমানে আধার কার্ডের বিষয়টি ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই কার্ডের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা বা রাজ্য সরকার কেবল রিপোর্ট পাঠায়। অনুমোদন আসে কেন্দ্রীয় সার্ভারের মাধ্যমে। এতে পুরোটাই স্থায়ী ঠিকানার প্রভিশন এই আধার কার্ডে রয়েছে। আমাদের কোনও প্রভিশনই নেই যে এখানে ফর্মটার পরিবর্তন করার। এটা সারা ভারতবর্ষে একই ফর্ম্যাটে আছে। একই ভাবে চলছে। এটা যেহেতু সার্টিফিকেট অফ আধার' এটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টাল থেকে হয়। অস্থায়ী ঠিকানা দেওয়ার কোনও প্রভিশন নেই। সুতরাং কলকাতা পৌরসংস্থা কিছু করতে পারে না।

যাওয়া আসার পথে পথে

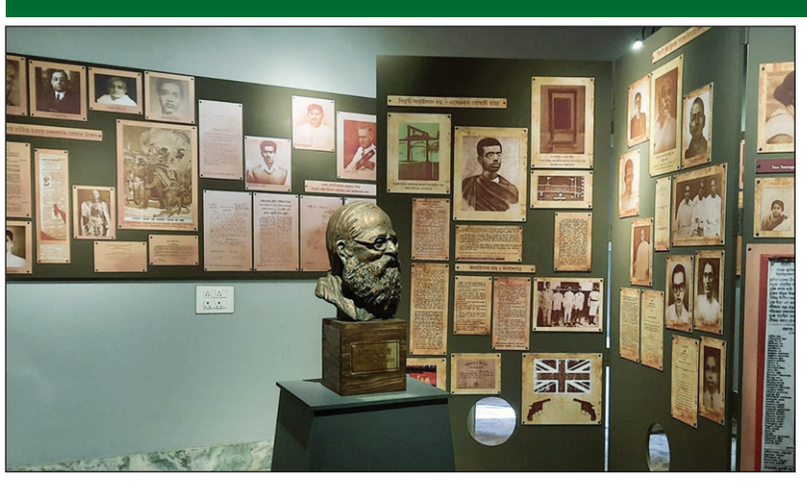

প্রতিষ্ঠিত হল চন্দননগর কলেজ মিউজিয়াম

দীপককুমার বড় পন্ডা

৩ আগস্ট যাব কি যাব না ভেবেও শেষ পর্যন্ত গেছিলাম। হুগলি জেলার চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবাশিস সরকার কলেজে একটি মিউজিয়াম তৈরি করছেন। সেই মিউজিয়াম সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। সঙ্গে ছিল সহযোগিতার আবেদন। আমার সহ কর্মীরা আমাকে উসাহিত করেছিলেন সহযোগিতা করার জন্য। আমি গেছিলাম।

গিয়ে দেখেছিলাম কলেজের হেরিটেজ বিল্ডিং এ কয়েকটা পুরনো ঘর, যেখানে এই মিউজিয়াম হবে। আর কিছু শিল্পী, যাঁরা এই মিউজিয়াম টাকে গড়ে তুলবেন। মত আদান প্রদান করতে করতে তুমুল উত্তেজনাও দেখেছিলাম। আবার দেখেছিলাম শান্ত মাথায় বিনীত ভাবে অধ্যক্ষ মশাই সবটা সামলাচ্ছেন। মতের মিল না হওয়ায় সবকিছুর পরেও এক শিল্পী কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন নিজের বাড়ি। অনেক রাতে কোলকাতায় বাড়ি ফেরার আগে দেবাশিসবাবুকে সেই শিল্পীর বাড়ি যেতেও দেখলাম। দেখলাম শিল্পীর মান ভাঙিয়ে মন জয় করতে। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সকলকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং পদ্ধতি হৃদয় ছুঁয়ে গেল আমার। অধ্যক্ষ কখন যেন মনের মানুষ হয়ে গেলেন।

কোলকাতায় ফেরার পথে অধ্যক্ষ বারে বারে জানতে চেয়েছিলেন, মিউজিয়াম টা সঠিকভাবে হচ্ছে তো? ডানকুনির জ্যামে আটকে থাকা অবস্থায় বলেছিলাম, দাদা, তুমি এগিয়ে যাও। অত্যন্ত সুন্দর হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম, এঁরা পারবেন। অধ্যক্ষ কে ভরসা দিতে বলেছিলাম, সাময়িক কিছু সমস্যা হলেও মেঘ কেটে যাবে, সূর্য উঠবে। একথা বললেও একটা চিন্তা ছিল।

মানুষটা ভেতরে ভেতরে একা নয় তো? বাড়ি ফিরে গভীর রাতে ফোনে মেসেজ করেছিলাম, কোনো দরকার হলে বোলো। বড় প্রযোজনীয় কাজ করছ, আমরা সঙ্গে আছি। আমার সহ কর্মীরা যাবেন। তাঁরাও স্বপ্ন দেখেন। দেবাশিস দা আশ্বস্ত হয়েছিলেন হয়ত।

স্মৃতিপটে অনেক কথা আসছিল। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যা আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট নামে আজ সারা বিশ্বে পরিচিত। সেই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ছিল স্বদেশ চেতনা। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলেছিলেন সাধারণ মানুষেরাও। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের উদ্যোগে হাজার হাজার শিল্প সংগৃহীত হয়েছিল আবেগে ভর করে। মানুষ উজাড় করেছিলেন নিজেদের। বিশ্বাস হয়েছিল ড দেবাশিস সরকারও সেই আবেগের উত্তরসূরী। একটা দৃপ্ততা চোখে পড়েছিল। উনি পারবেনই পারবেন। ৬ অক্টোবর কলেজে গিয়ে আস্ত একটা মিউজিয়াম দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল এখানেও প্রেক্ষাপট আশুতোষ মিউজিয়াম এর স্বদেশ চেতনা। পাঁচটি ঘরের দুটি ঘর পুরোপুরি বিপ্লবের কর্মকাণ্ড। একটি ঘর চন্দননগর শহর গড়ে ওঠার কাহিনী। এই শহরের কৃতীদের ভগ্ন কিংবা অযত্নে থাকা বাড়ি গুলি। একটি ঘরে এই শহরের সমাজ জীবন। অন্য ঘরটি চন্দননগর কলেজের কাহিনী। কত কি ঘটে গেছে এই কলেজে। ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কলেজটিকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অপরাধে ২৩ বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল বিদেশি কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় দর্শক কিংবা কলেজের প্রাক্তনীদের আবেগ চোখে পড়েছিল। নতুন একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠল স্থানীয় ইতিহাস, স্থানীয় সম্পদ, স্থানীয় শহরের মানুষের কীর্তি কে কেন্দ্র করে। দীর্ঘকাল যে শহর শাসন করেছে বিদেশিরা। সিনেমা পরিচালক গৌতম ঘোষ অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন ফরাসী বিপ্লব এবং চন্দননগরের মানুষের কথা বলছিলেন তখন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল অনেকেরই। চন্দননগর ফরাসি উপনিবেশের অনেক কিছুই বহন করে আজও। এক আকর্ষণীয় শহরের কাহিনী জানতে হলে চন্দননগর কলেজ মিউজিয়াম এ আসতেই হবে। একটা ভালোলাগার আগল খুলে দিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ ড দেবাশিস সরকার। অনুষ্ঠানে তিনি সবাইকে বরণ করেছিলেন, ভালো কাজের অংশীদার হবার জন্য সম্বর্ধনা দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চন্দননগর পুরসভার মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, দেবাশিসবাবুকে এবার সম্বর্ধনা দেওয়া হোক। তিনি আমাদের শহরটার জন্য এতো বড় একটা কাজ করে দিলেন। আমরা ধন্য। আমরা তাঁর জন্য গর্বিত। অনুষ্ঠান মঞ্চে দেবাশিসবাবু সম্বর্ধনা নেননি। ইতিহাস তাঁকে সম্বর্ধিত করবে। চন্দননগর শহরবাসী এবং চন্দননগর কলেজ নিশ্চয়ই দেবাশিস সরকারের সঙ্গেই পথ চলবে।

মাঙ্গলিকী

সুদীপ্তরমনোবিজ্ঞাননাটকেউত্তরণ‘প্লেটনিক’

রচনা ও নির্দেশনায় সুদীপ্ত সরকার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সমকালীন সংস্কৃতির নতুন নাটক ‘প্লেটনিক’ ৭ অক্টোবর ২০২৩ তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। নাটকটি সুদীপ্ত সরকারের একটা সাইকো ড্রামা। গভীর মনোযোগ সহকারে রচিত রিয়ালিস্টিক জগৎ থেকে নন রিয়ালিস্টিক জগতে একটা উড়ান, একটা যাত্রা বা জার্নি। সময়ের পিছন দিকে হটে একটা সুখের জগতে প্রবেশের আকাঙ্খা। একটা মাঝ বয়সি মানুষের এই অলৌকিক জগতে যাবার এই যে হ্যালুসিয়েশন, সেভাবে এতে তার অন্তর্নিহিত গভীর বেদনা মুক্তি ঘটবে। এবং তার ট্রমাটিক ক্ষতির কিছুটা পূরণ ঘটবে। মাঝবয়সি জ্যোতি ভূষণের ইচ্ছা এক মেটাফর এর সন্ধ্যানে একটা উড়ান দেবে অনেক দূরে হোমাপাখির মতো। এই নিয়ে তার অন্তরমহলে একটা টেনশান চলতে থাকে। সে তার পরিবারের সকলের সঙ্গে ব্যালান্স করে চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে তার নিজস্ব ফ্যান্টাসি একটা হাইপনটিক জগতে প্রবেশ করার উগ্র বাসনা তাকে জারিত করে। ফলে সে ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় ওই তার স্বপ্নের রাজত্বে। এই মনস্তাত্ত্বিক নাটকে সাইকোলজিক্যাল ট্রমা যেমন আছে, তেমনি মানুষের ভাবাবেগের অনেক ডাইমেনশান, অনেক শেড, অনেক কমপ্লেসিটির নানা পরত আমরা দেখতে পেলাম। এই যে মানসিক সুখের এক কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের দিকে পাড়ি দেবার মানুষের এই ঝোঁক মানুষের অবচেতন মনে চলতে থাকে নাটকের চরিত্র জ্যোতিভূষণের মতো। এটাকে ডাক্তারের পরিভাষায় বাইপোলার ডিজঅর্ডার বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তাই আগেই বলেছি এটা সাইকোড্রামা। আমাকে বেশ খানিকটা মুগ্ধ করেছে সুদীপ্তর এই মনস্তাত্ত্বিক রচনা।

সুদীপ্তর অনেক নাটক আমি দেখেছি, ভিডিও করেছি, কিন্তু এই নাটকটি আমার দেখতে যেমন ভাল লেগেছে তেমনি রিভিউ করতেও ভালো লাগলো। সুদীপ্তর দলের টিম ওয়ার্ক বরাবরই বেশ যুতসই এবং ভালো। এবারে অভিনয়ের দিকটা একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলছি পল্লবীর ভূমিকায় দ্বিতিপ্রিয়া রায়ের অভিনয়। আমি জানিনা নাটকে এটা তার প্রথম অভিনয় কিনা। জড়তামুক্ত হয়ে দ্বিতিপ্রিয়া যেভাবে মঞ্চ দাপালো আমি বেশ হতবাক হয়েছি। তাই দ্বিতিপ্রিয়াকে বলবো ও যেন মঞ্চকে না ছাড়ে। তবে ওকে স্টারডাম ইমেজটা ছাড়তে হবে। বিপাশা চরিত্রে অভিনীত শিল্পী নন্দিনী ভৌমিক অনেক পুরানো চাল সুতরাং ভাতে তো বাড়বেই। চরিত্রটাকে নন্দিনী মন ও বুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছে। অভিনয়টা অনেক খুলেছে ও প্রাণবন্ত লেগেছে। ময়না চরিত্রে আম্রপালী মিত্র বেশ ভালো কাজের নমুনা রাখলেন। জ্যোতিভূষণের চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ মনে হল বেশ দক্ষ অভিনেতা। এই ধরনের ফ্যান্টাসি চরিত্রে অভিনয়ে বেশ দক্ষতার দরকার হয়। সেটা ইন্দ্রজিৎ দক্ষ ভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেই চরিত্রে রূপদান করেছে। উচ্চারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা জড়তা দেখা গেছে তবে সেটা বিরাট কিছু নয়, নিয়মিতভাবে মহড়া দিলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। তবে এতটুকু দ্বিধা না করেই বলছি হীরণ চরিত্রে সুপ্রভাত আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। এত পরিণত অভিনয় আমি এর আগে দেখিনি। ও নিজেকে অনেকটাই ঋদ্ধ করতে পেরেছে। আশা করি ওর আরও উত্তরণ ঘটবে। তবে সুযোগটাও পাওয়া দরকার। সুদীপ্তকে আরও নতুনভাবে চিনতে পারলাম। ওর সুনিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবে সুদীপ্তর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এটা আমি চাই। প্রশংসনীয় কাজ।

সৌম্যজিৎ দাসের মঞ্চ আমার ভালো লেগেছে। কোরিওগ্রাফিতে ঝুমা চক্রবর্তী মন্দ নয়। সঙ্গীত বিশ্বজিৎ দাস এবং আলোক সম্পাতে শুভংঙ্কর বেশ ভালো। মাঝে মাঝে একটা মায়াবী পরিবেশ রচনায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন শুভংকর। আর ব্যাক স্টেজে ছিলেন – দেবাশিস, অনিন্দ মুখার্জী, অজিত রায়, দিগ্বিজয় বিশ্বাস, পুলক সেনগুপ্ত, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, কৌশিক সাহা, দীপেনকান্তি আচার্য, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, রমানাথ রায় এবং দেবাশিস রায়। উপসংহারে একটা কথা বলছি, সুদীপ্তর এই মনোবিজ্ঞান নাটকে উত্তরণ আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। এই নাটকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মহড়ার বিশেষ দরকার আছে। হাস্যরসের দৃশ্যগুলিকে আরও একটু মজাদার করার অবকাশ আছে। পাঞ্চলাইনগুলির সঠিক ক্যাচিং দরকার। সিরিয়াস নাটকের মধ্যেও সুদীপ্ত রসিকতার বীজ বুনতে পারে। এই দক্ষতা সকলের থাকে না।

এই নাটকে হয়তো সমকালীন সংস্কৃতির অনেক পরিচিত শিল্পী নেই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ কোন চরিত্র কোন শিল্পীকে দিয়ে করানো যাবে সেটা ঠিক করবে একমাত্র নির্দেশকই। আমাদের এই নাট্য জাহাজের একমাত্র ক্যাপ্টেন নির্দেশক।

শুভ বিজয়ার শুভ মুহূর্তে সমকালীন সংস্কৃতির সকল সদস্য সদস্যাবৃন্দকে জানাই শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সকলে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন।

মিউজিক ভিডিও মেঘলা মন

শুভজ্যোতি রায় : সম্প্রতি কলকাতার বালিগঞ্জে এক ক্যাফেতে মেঘলা মন মিউজিক ভিডিও রিলিজ হল। ছিলেন গীতিকার গৌতম সুস্মিত, গায়িকা প্রিয়া ভট্টাচার্য, গায়ক গোপাল চক্রবর্তী, সমাজসেবিকা এবং সঙ্গীতশিল্পী সাহানা বক্সী, সঞ্চালিকা ও গায়িকা লাজবন্তী রায়, অভিনেত্রী ঊষশী রায় এবং নন্দিনী ভট্টাচার্য। সঞ্চালনার দায়িত্বে মৌ গুহ। মেঘলা মন অলবামে ৬টি ভিন্ন পর্যায়ের প্রেমের গান আছে। মেঘলা মন-এ গান গেয়েছেন মেখলা দাশগুপ্ত, গোপাল চক্রবর্তী ও প্রিয়া ভট্টাচার্য। গান লিখেছেন গৌতম সুস্মিত ও নবাগত বেথুন বেরা। গানের সুরকার, ছবি পরিচালনা ও চিত্রগ্রাহক বাপ্পা অরিন্দম। অভিনয়ে সৃঞ্জয় পোদ্দার, পিহু সেনগুপ্ত,সিদ্ধার্থ বন্দোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা পাল, শরণজিৎ নন্দী, রূপসা সাহা, সুকান্ত দত্ত, অরুন্ধতী চক্রবর্তী, বিপাশা রায়, আনন্দশঙ্কর চৌধুরী ও রিমঝিম দাস।

হাওড়া নস্করপুরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া নস্করপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অঙ্কন প্রতিযোগিতা। নস্করপুর মহাপ্রভু হলে (মনসাতলা) প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা ক্যুইজ পরিবেশন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফটিকগাছি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। লক্ষ্মীকান্ত আদক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেন।

পরিধি ছাড়িয়ে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে নন্দন চত্বরে জীবনানন্দ সভাগৃহে সান্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা এবং বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূত-এর বই ‘পরিধি ছাড়িয়ে’ প্রকাশিত হল। বইটির সংকলক বিশ্বরূপার মোড়ক উন্মোচন করেন বিখ্যাত কবি ও শিশু সাহিত্যিক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন সাহিত্যিক রামকিশোর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বক্তাই মধুমিতার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। পত্রিকাটিতে শতাধিক দেশ বিদেশের কবির নানান ধরনের কবিতা স্থান পেয়েছে। বিশেষভাবে নজর কাড়ে তার গুণগত মান। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মহাম্মদ আমির হোসেন, এথেন্স শহরের তানভির আজমি, ইংলন্ডের কংকা চৌধুরী গুপ্তা কবিতা লিখেছেন। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রত্যেক কবি ও লেখকদের সুদৃশ্য দশভুজার মূর্তি হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বরুন চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ বসু, শংকর তালুকদার, বিউটি দাস, রাখী ব্যানার্জী। পরিশেষে নিখিলেশ বিশ্বাস রচিত শ্রুতিনাটক ‘আমার গোপাল’ পরিবেশন করা হয়। অভিনয়ে ছিলেন শেখ মনিরুদ্দিন, মধুমিতা ধূত ও প্রলয় দাশগুপ্ত।

শারদীয়া সাহিত্য সেতু প্রকাশিত

মলয় সুর : বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী গেস্ট হাউসে সাহিত্য সেতু’র শারদসংখ্যা সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল। নানান ধরনের গল্প, কবিতা, ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো এই শারদ সংখ্যা পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করে নিঃসন্দেহে। ১৯৬৬ সালে এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষক জগবন্ধু কুণ্ডু। তিনি ২০১৬ সালে প্রয়াত হন। তারপর বহুদিন বাদে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্বে থেকে পত্রিকাটিকে চালু করেন। বহু শারদ সংখ্যার ভিড়ে সাহিত্য সেতু তার স্থান করে নেবে অনায়াসে। এদিন শুরুতে শিক্ষক পিনাকী শংকর পাণ্ডে সংস্কৃত স্ত্রোত্র পাঠ করেন। এরপর সমাপ্তি ব্যানার্জী খালি গলায় সুমিষ্ট কণ্ঠে পরিবেশন করেন ‘শিশির জলে ধুয়ে, আঁকি শরতের ভোরে’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী, উদয়শংকর চট্টোপাধ্যায়, লেখক নারায়ণ শংকর দাস, বিকাশ চক্রবর্তী, প্রাক্তন জাতীয় ভলিবল প্লেয়ার চপল শেঠ, চির প্রশান্ত বাগচী, অতনু কুমার বসু।

রোটারি সদনে ধোঁয়াশা ছবির প্রিমিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুভি বাগস প্রোডাকশনের ছবি ধোঁয়াশা দ্য মিস্ট্রীর প্রিমিয়ার ধূমধাম সহকারে হয়ে গেল গত ১৬ অক্টোবর সোমবার দুপুর ২ টায় রোটারি সদনের অডিটোরিয়ামে। শিল্পী ক্রিয়েশনস নিবেদিত এই ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও লেখক সুজয় চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য বিন্যাস ও পরিকল্পনার দায়িত্বে শিল্পী চক্রবর্তী। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই ছবি দেখতে এসে প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরী ও অভিনেত্রী ডাক্তার দীপান্বিতা হাজারী ছবিটি দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ছবির শেষে দর্শক সমালোচকদের মুখোমুখি হলেন শিল্পী চক্রবর্তী, সুজয় চক্রবর্তী, লুনা মুখার্জি স্রফ, রাজিকা মজুমদার প্রমুখ শিল্পী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ছবিটির মুখ্য অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ।

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম ও দি ডোঙাড়িয়া মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের সহযোগিতায়

আলিপুর বার্তার পুজো পরিক্রমা

কুনাল মালিক : আলিপুর বার্তা এবার দুর্গাপুজোয় আলিপুর সদর মহকুমা জুড়ে শারদ সম্মান ২০২৩এর আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল মেডিকেয়ার নার্সিংহোম (ইউনিট-২), বিশালক্ষ্মীতলা এবং দি ডোঙাড়িয়া মেডিকেয়ার নার্সিংহোম। মহাসপ্তমীর দিন শারদ পরিক্রমা শুরু হয়। সম্মান প্রাপকদের ছবি নীচে দেওয়া হল। ছবিগুলি তুলেছেন **অরুণ লোধ**।

চড়া ডোঙাড়িয়া সার্বজনীন পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতার জন্য

বাওয়ালী সূর্য সংঘ মণ্ডপ সজ্জার জন্য

রামচন্দ্র নগর নেতাজী সুভাষ ক্লাব প্রতিমার জন্য

বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন মণ্ডপ সজ্জার জন্য (ইসকনের মন্দির)

বোরহান পুর মনসাতলা যুবক সমিতি অভিনব ভাবনার জন্য

সাউথ বাওয়ালী যুব সম্প্রদায় প্রতিমার জন্য

অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাব অভিনব ভাবনার জন্য

মৌদি ভাতৃ সংঘ অভিনব মণ্ডপের জন্য

বজবজ ডি এন ঘোষ রোড প্রতিমার জন্য

সাঁজোয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন প্রতিমার জন্য

মধ্য পূজালী ছোট বটতলা অভিনব ভাবনার জন্য

সেরার সেরা পুজো বাটা নিউ ল্যান্ডের কেদারনাথের মন্দির।

ঐতিহ্যপূর্ণ পুজো হিসাবে বিশেষ শারদ সম্মানে ভূষিত হয় আজাদগড় উদ্যোগী ক্লাব

কালী পুজোর পর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলিপুর বার্তা শারদ সম্মান প্রদান করা হবে। স্থান, তারিখ ও সময় পরবর্তী সংখ্যায় ঘোষণা করা হবে।

কাঁঠালদহ ঐহিত্যবাহী দুর্গোৎসবে বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া শ্যামপুরে কাঁঠালদহ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ৯০ বছরের দুর্গোৎসব আনন্দের সঙ্গে পালিত হল। নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে প্রত্যন্ত গ্রামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, শঙ্খ, উলুধ্বনি ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীর দিন পুজোর উদ্বোধন হয়। বঙ্গভূমি ও মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে ১০০ জন গরিব দুঃস্থদের বস্ত্রদান করা হয়। এই মহৎ কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সহদেব দলুই, পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর অর্ণব দত্ত, সর্বজিৎ কোলে, প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামাণিক, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক জিকে পাহাড়ী, অধ্যাপক ও গবেষক ডক্টর সর্বজিৎ যশ, শিক্ষিকা মৌটুসী বীর, নির্মলেন্দু দাস প্রমুখরা।

আঁতস কাঁচে

বাগানের টানা জয়

চলতি আইএসএল'এ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অসাধারণ পারফরম্যান্স অব্যাহত।অ্যাওয়ে ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে দিল সবুজ-মেরুন। ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়লেও, দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটায় ফেরান্দোর দল। মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন আর্মান্দো সাদিকু, লিস্টন কোলাসো ও কিয়ান নাসিরি। জয় পাওয়ার ফলে চলতি আইএসএল-এ পরপর ৪ ম্যাচে জয় পেল সবুজ-মেরুন। ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের শীর্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

আজব কাণ্ড

ইজরায়েল বনাম হামাস যুদ্ধের আঁচ এসে পড়ল খাস কলকাতা শহরের বুকেও। পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচের দিনে ইডেনের গ্যালারিতে উড়তে থাকে প্যালেস্টাইনের পতাকা! কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে যান পুলিশ কর্তারা। সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয় ৪ জনকে। ৪ ধৃতকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ময়দান থানায় আনা হয়। পরে ছেড়েও দেওয়া হয়।

তুলকালাম ব্যাপার

ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড। টিকিট কেলেঙ্কারিতে সমস্যায় সিএবি কর্তারা। নেট মাধ্যমে বুক করতে গেলেই দেখিয়েছে সোল্ড আউট। সব টিকিট গেল কোথায়? স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে। ময়দান থানায় কালোবাজারির অভিযোগ আনে এক ব্যক্তি। সিএবিকে ডেকে পাঠায় থানা। প্রসঙ্গত, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট কালোবাজারি করতে গিয়ে গ্রেফতার হয় তিন ব্যক্তি।

বাজি নিষিদ্ধ

দূষণের কথা মাথায় রেখে দিল্লি ও মুম্বইয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচে স্টেডিয়ামে আতসবাজির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করল বিসিসিআই। বোর্ড সচিব জয় শাহ একথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই দুই শহরেই বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যধিক। জয় শাহ জানিয়েছেন, 'পরিবেশ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড খুব সচেতন। বিষয়টি আইসিসিকে জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মুম্বই ও দিল্লিতে বিশ্বকাপের ম্যাচের সময় স্টেডিয়ামে আতসবাজির প্রদর্শন করা যাবে না।'

মহমেডানের জয়

কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জয় দিয়ে আই লিগ অভিযান শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং। নিজেদের ঘরের মাঠে আইজলকে হারাল তারা। আইজলকে তারা হারায় ২-১ গোলে। ৭ মিনিটের মাথায় সাদা-কালো ব্রিগেডের হয়ে প্রথম গোলটি করেন স্যামুয়েল লালমুয়ানপুঁইয়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরায় আইজল। ২৮ মিনিটের মাথায় অ্যালেক্সিস গোমেজ জয়সূচক গোলটি করেন।

সিন্ধুর চোট

গত সপ্তাহেই ফরাসি ওপেন থেকে চোটের কারণে মাঝপথেই নিজের নাম প্রত্যাহার করেছিলেন তিনি। এরপরেই করা হয় তাঁর স্ক্যান। আর সেখানেই ধরা পড়েছে তাঁর হাল্কা চোট যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় 'নিগল' বলা হয়। ফলে ডাক্তাররা তাঁকে বেশ কিছুদিন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। একথা জানিয়েছেন স্বয়ং পিভি সিন্ধু।

প্রণতিকে পুরস্কার

এবারের ন্যাশনাল গেমস থেকে দুই প্রণতি এখন দুই রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়েক বাংলা ছেড়ে ওড়িশার হয়ে এবার ন্যাশনাল গেমসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জিতেছেন চারটি সোনা ও একটি রুপোর পদক। পদক জিতে ভুবনেশ্বরে পৌঁছতেই পূর্ব ঘোষণা মতো ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক প্রণতি নায়েকের হাতে তুলে দিয়েছেন ২৩ লক্ষ টাকার চেক। বাংলার হয়ে দুটি সোনা ও তিনটি রুপো জেতেন প্রণতি দাস। অথচ তার ভাগ্যে কিছু জোটেনি।

ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়ক এখন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কৃতিত্ব রোহিত শর্মার! চলতি বিশ্বকাপে লখনউয়ের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচের দিনই অধিনায়ক হিসাবে ১০০ ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেললেন রোহিত। ১০০ বা ততোধিক ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন এমন ভারতীয় ক্রিকেটারদের এলিট লিস্টে নিজের নাম তুলে ফেললেন রোহিত, ১০০ রানের ব্যবধানে জয় তাঁর এই কৃতিত্ব আরও ঝলমলে করে তুলল ক্রিকেটবিশ্বের কাছে। ১০০ ম্যাচের চৌকাঠ পেরিয়ে রোহিতের আরেকটি কৃতিত্ব নজর কেড়েছে সকলের। ম্যাচ জেতার শতকরা হারে রোহিত একশত বা তার অধিক ম্যাচে অধিনায়কত্ব করা ক্রিকেটারদের মধ্যে আছেন প্রথম স্থানে। ১০০টি ম্যাচের মধ্যে ৭৪টি ম্যাচে তিনি অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে এনে দিয়েছেন জয়, অর্থাৎ ৭৪% এর বিস্ময়কর পরিসংখ্যানে পিছনে ফেলেছেন পূর্বের তালিকায় শীর্ষে থাকা রিকি পন্টিংকে। আপাতত ম্যাচ জেতার শতকরা পরিসংখ্যানে রোহিতের পরে যথাক্রমে আছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং (৭০.৫),

আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আসগর আফগান (৬৯.৬৪), দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ে (৬৭.০২), অস্ট্রেলিয়ার আরেক সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়া (৬৬.৬৭) এবং বিরাট কোহলি (৬৪.৬)। আপাতত পরিসংখ্যান জানাচ্ছে বিশ্বের কাতারে সফলতম ক্রিকেট অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারতের অধিনায়ক হিসাবে শততম ম্যাচ খেলারদিনে সাফল্যের নিরিখে তিনি ছাপিয়ে গেলেন- মহেন্দ্র সিং ধোনি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন প্রমুখদেরও। ধোনি (৩৩২), আজহারউদ্দিন (২২১), কোহলি (২১৩), সৌরভ (১৯৬), কপিল দেব (১০৮) এবং দ্রাবিড়ের (১০৪) পরে সপ্তম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে জাতীয় দলকে ১০০ ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার মাইলস্টোন স্পর্শ করার এই নজির তাই আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

একদিনের ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবে কোহলির রেকর্ড ছিল ভালই, কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রমেও আনতে পারেননি কোনও কাপ। আইপিএল হোক বা আইসিসি ইভেন্ট, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বারবারই। অন্যদিকে, রোহিত শর্মা আইপিএল'এ মুম্বই ফ্রাঞ্চাইজি হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরের এশিয়া কাপ-ট্রফি ছুঁয়েছেন একাধিকবার। কথায় বলে, 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। আপাতত বিশ্বকাপের অর্ধেক পথ দুর্দান্তই পেরিয়েছে টিম ইন্ডিয়া, নিজের অধিনায়কত্ব দিয়ে এবার কী রোহিত করতে পারবেন ভারতবাসীর অধরা স্বপ্নপূরণ? তৃতীয়বারের মতো একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ আসবে ভারতে? রোহিত এবং কোহলি দু'জনেই আপাতত স্বপ্নের ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছাকাছি এসেছেন উভয়ে- স্টেডিয়ামে একাধিকবার দেখা গেছে তার ঝলক, জুটিতে তাঁদের দুরন্ত পারফরম্যান্স বিশ্বকাপ আনতে পারে কিনা সেটাই জানার অপেক্ষায় সবাই।

গৃহহীন মা থেকে অসহায় কচিকাঁচারাও ম্যাচ দেখল ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ। তাতেই অভিনবত্ব। ইডেনে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড। যদিও লক্ষ্মীপুজোর দিনে এই খেলা থাকায় ইডেনের গ্যালারি তুলনামূলকভাবে বেশ ফাঁকাই ছিল। তবে এদিন ইডেনের গ্যালারিতে আর পাঁচজন সাধারণ দর্শকদের মধ্যে বসে খেলা উপভোগ করতে দেখা গেছে একদল প্রতিবন্ধী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। তাঁদের সারা বছর কাটে বউবাজারের দ্য রেফিউজ' অনাথ আশ্রমে। যা চালান প্রাক্তন সিএবি যুগ্ম সচিব বিশ্বরূপ দে। তাঁর উদ্যোগেই ক্রিকেটের নন্দনকানন দেখলেন অসহায় মানুষগুলো। কীভাবে মাঠে ঢুকবেন, কোথায় বসবেন সব ব্যবস্থা করে দেন বিশ্বরূপ। এই সব গৃহহীন মায়েদের শিক। ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুর, ঢাকা অথবা ময়মনসিংহে। তাঁরা ক্রিকেটের আইন বোঝেন না, তাঁরা চেনেন না বাংলাদেশের কোনও ক্রিকেটারকে। তাঁরা শুধু চেনেন বাংলাদেশকে। স্বাভাবিকভাবেই ইডেনে এসে নীরবে সমর্থন করে গেলেন তাঁদের শিক। বাংলাদেশকে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বরূপ জানান, এই সব মায়েদের একটা সময় থাকার কোনও জায়গা ছিল না। আমাদের সংস্থা আশ্রয়হীন ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি গৃহহীন মহিলাদেরও থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। তাঁদের ইচ্ছে হয়েছিল ইডেনে ম্যাচ দেখার। সেই ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করতে পেরে ভালো লাগছে। ওঁরা খুশি মানে আমরাও খুশি'। গৃহহীন মায়েদের পর অসহায় কচিকাঁচারাও পরের ম্যাচ দেখল ইডেনে। পরের খেলা ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। এইদিন এরকমই উদ্যোগ নিলেন সিএবির অন্যতম কর্তা দেবব্রত দাস। ক্রিকেট ময়দানে তিনি দেবুদা নামেই পরিচিত। তিনি টাউন ক্লাবেরও অন্যতম কর্তা। তাঁর উদ্যোগেই এদিন একঝাঁক কচিকাঁচা সাক্ষী থাকল ২২গজের লড়াইয়ের। ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও চাইল্ড ওয়েল ফেয়ারের অনাথ প্রায় ৫০০ কচিকাঁচাকে খেলা দেখার সুযোগ করে দেন দেবব্রত দাস। ই-ব্লকে এই খেলা দেখার ব্যবস্থা করেন তিনি।

পরের আইপিএলে কি মাহি খেলবেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই যে দুর্গোৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা, এখন যেন আইপিএলের জন্য তেমনই অপেক্ষা চলে মাহিপ্রেমীদের। বছরের এই একটা টুর্নামেন্টেই দেখা যায় যে ধোনি ঝলক। প্রতিবারই উৎকণ্ঠা থাকে, এটাই কি শেষ আইপিএল খেলছেন মাহি! এরপর কি আর দেখা যাবে না তাঁকে ২২ গজে! তাঁর খেলা যেখানে যেখানে, সেখানেই হাউজফুল গ্যালারি। ম্যাচ আয়োজকরাও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে মাঠে পেলেই সংবর্ধনাও দিয়ে দেন, ভাবেন আর যদি সুযোগ না পাওয়া যায়। কারণ, ক্যাপ্টেন কুল কখন কীভাবে অবসরের কথা জানিয়ে দেবেন, আগাম আঁচ পাওয়া মুশকিল। এবারের আইপিএলের নিলাম দুবাইতে হতে পারে, এমনই আলোচনা হচ্ছে বোর্ডের অন্দরে। এরমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মাহিকে নিয়ে জল্পনা। তিনি কি ২০২৪-এর আইপিএলে খেলবেন? গত

আইপিএলেই চোট নিয়ে খেলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। দলকে চ্যাম্পিয়নও করেন। আইপিএল শেষ হতেই তাঁকে যেতে হয় অপারেশন টেবিলে। হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়। এরপর থেকেই আবার উৎকণ্ঠায় ছিলেন মাহিপ্রেমীরা। তবে আইপিএলের প্রসঙ্গ নতুন করে উঠতেই ভক্তদের সুখবর দিলেন ধোনি। রিহ্যাব চলছে অস্ত্রোপচারের পর। হাঁটুর পরিস্থিতিও ভাল আগের চেয়ে। পাতত কোনও জটিলতা নেই তাঁর। চিকিৎসক, ফিজিওরা ধোনিকে বলেছেন, নভেম্বর নাগাদ তিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন। ফলে ২০২৪-এর আইপিএলও হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে দেখা যেতে পারে মাহিকে। সম্প্রতি একটি ইভেন্টে গিয়েছিলেন মাহি। সেখানেই পরবর্তী আইপিএলে নিজের উপস্থিতি প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। ধোনিও হাবেভাবে বুঝিয়ে দেন, আগামী আইপিএলে খেলবেন। ধোনির কথায়, অস্ত্রোপচারের পর হাঁটু অনেক ভালো। ডাক্তাররা বলেছেন, নভেম্বরের মধ্যে অনেকটাই ভালো হয়ে উঠব। তবে এখন আমার রোজকার রুটিনে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।' ওই অনুষ্ঠানে একজন ধোনিকে জিজ্ঞেস করেনে, ক্রিকেট থেকে তো তিনি অবসর নিয়েছেন। এ বিষয় মাহি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি এখনও খেলবেন। তাঁর কথায়, 'আমি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি।' গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে আইপিএল খেতাব জয়ের পর ধোনি বলেছিলেন, অবসর ঘোষণার এটাই সেরা সময়। কিন্তু সিএসকে ফ্যানদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি, তাতে আরেকটা বছর খেলার চেষ্টা করব।' বলাই বাহুল্য, সময়ের হিসেব কষেই হাঁটুর অস্ত্রোপচার করাতে সময় নষ্ট করেননি মাহি। এরপর ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠার খবরে, অনেকটাই স্বস্তিতে সিএসকে ও মাহি ভক্তরা।

১৯৮৩ বিশ্বজয়ীদের সোনায় মোড়া স্মারক স্নেহাশিসকে উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনালি আভায় উজ্জ্বল ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ীরা। এ'বছরই ৪০ বছর পূর্তি হয়েছে কপিলস ডেভিলসের বিশ্বজয়ের। এবার ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ হচ্ছে। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচের মাঝেই ১৯৮৩ বিশ্বজয়ীদের সোনায় বাঁধানো মেডেল। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ১৪ ক্যারেট সোনা দিয়ে খেলোয়াড়দের খোদাই করা মুখ উপহার দের শ্রাচী গ্রুপের রাহুল টোডি। যেখানে রয়েছে ১৫ জন ক্রিকেটারেরই মুখ। রয়েছেন ম্যানেজারও। স্নেহাশিস গাঙ্গুলী বলেন, এই স্মারক সিএবির ক্লাবহাউজে প্রদর্শিত হবে।'

কালনায় মহকুমা যোগাসন প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায় : গত ১৫ অক্টোবর রবিবার বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল কালনা মহকুমা যোগাসন প্রতিযোগিতা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাচীন শহর কালনার অম্বিকা ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রথম বর্ষের এই প্রতিযোগিতায় মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মোট ১৯৩ জন অংশগ্রহণ করে। বয়স অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের মোট আটটি বিভাগে ভাগ করে এই যোগাসন প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে আরও একটি বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগ থেকে কালনা যোগকুমার এবং মহিলা বিভাগ থেকে কালনা যোগকুমারী বেছে নিয়ে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। এই প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা যোগ প্রশিক্ষক অসীম দফাদার জানিয়েছেন, এবছরের কালনা যোগকুমার এবং যোগকুমারী সম্মান লাভ করেছে যথাক্রমে দেবাঞ্জন দাস এবং সৃজা ঘোষ। প্রসঙ্গত, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই জেলার কোণায় কোণায় বেশ কয়েক বছর ধরে যোগাসনের প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতাদের আগ্রহ বাড়ছে। বর্তমান ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতায় শামিল নবীন প্রজন্মের একাংশকে যোগাসন আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

দলের পুরোনো রোগ আগে সারাতে চান ইস্টবেঙ্গল কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোচ বদলেছে, দলে অনেক নতুন খেলোয়াড়ও এসেছেন। মরসুমের শুরুটাও হয়েছে গত তিন মরসুমের তুলনায় অনেক আশা জাগিয়ে। কিন্তু মরসুম যত গড়াচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল এফসি'র পুরনো রোগ যেন কিছুতেই সারছে না। তারা শুরুতে গোল করে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তার পরে আর সেই ব্যবধান যে শুধু ধরে রাখতে পারছে না, তা নয়, উল্টে হেরেও যাচ্ছে। এভাবে গতবারে স্টিফেন কনস্টান্টাইনের প্রশিক্ষণে জেতার জায়গায় পৌঁছেও ১১ পয়েন্ট খুইয়েছিল। এবার সবে শুরু করেছে তারা। মাত্র ৪টি ম্যাচ খেলেছে। এর মধ্যেই জেতার জায়গা থেকে ৬ পয়েন্ট খুইয়ে ফেলেছে লাল হলুদ বাহিনী। এখনও ১৮টি ম্যাচ খেলা বাকি রয়েছে তাদের। তাহলে কি গতবারের নজিরকেও তারা এবার ছাড়িয়ে যাবে? এই অশনি সঙ্কেতই দেখতে পাচ্ছেন সমর্থকেরা। কিন্তু বারবার কেন হচ্ছে এমন? কেন পুরনো রোগ সারছে না লাল-হলুদের। লড়াকু দল হিসাবে চিরপরিচিত দলের সুনাম কেন এভাবে বারবার নষ্ট হচ্ছে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। গত ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ৭৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থাকার পরে দু'মিনিটের মধ্যে পরপর দু'টি গোল খায় ইস্টবেঙ্গল এফসি। শেষে ১-২-এ হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদেরকে। তার আগের ম্যাচেও বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে একই ঘটনা ঘটে। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, 'আসলে আমাদের দলে এবার অনেক নতুন খেলোয়াড় আছে। ওদের আরও পরিণত হয়ে উঠতে হবে। এই হারটা আমাদের কাছে একটা বড় শিক্ষা। বেঙ্গালুরুতে শেষ ম্যাচেও এরকম হয়েছিল। আমাদের মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে এই কঠিন দলগুলোর বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারি'। কোচের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হয়তো এই কথাগুলি ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতেই পারে, এখনও যদি দলের খেলোয়াড়রা পরিণত হয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে গত ৪ মাস ধরে নিয়মিত একসঙ্গে মাঠে নেমে কী লাভ হল? যদিও কোচ কুয়াদ্রাত বলছেন, 'এমন বেশিদিন চলতে দেবেন না তিনি, এই ভুলগুলো শোধরাতে হবেই। গত ম্যাচে একটা পেনাল্টি আমাদের শেষ করে দিয়েছিল, এই ম্যাচে একটা ফ্রি কিকের জন্য আমরা খেলা থেকে হারিয়ে গেলাম।

খো-খো জাতীয় টিমে খেলা

বিশ্বজিতের জীবনের মোড় ঘুরে গেল

মলয় সুর : খো-খো খেলার শুরুতে বাড়ির কাছেই খেয়ালী খেলাঘর ক্লাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশ্বজিৎ দাসের। ২০০৮ সালে সেখানে ক্লাবের কর্ণধার চিত্তরঞ্জন দে তাকে হাত ধরে খেলা শেখায়। সঙ্গে জীবনের প্রথম কোচ প্রদীপ পাল কোচিংয়ে ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়। মানকুণ্ডু পাল পাড়ার বিশ্বজিৎ দাস খো-খোর কোর্টে অলরাউন্ডার প্লেয়ার। এলাকায় তাঁকে পরেশ নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর তিনভাই পবিত্র, প্রদীপ ও ছোট পরেশ। তাঁর মা উজ্জ্বলা, বাবা কার্তিক দাস, একসময় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। কিন্তু করোনার পরিস্থিতির সময় বিশ্বজিৎ মানকুণ্ডুতে বিস্ক ফার্ম বিস্কুট কোম্পানিতে কাজ করতেন। ২০১৮ সালে ভারতের জার্সিতে কাঠমাণ্ডুতে নেপালকে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়। চলতি বছরে গুজরাটের আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সিনিয়র জাতীয় পর্যায়ে খো-খোতে তৃতীয় পজিশন হয়ে ব্রোঞ্চ পায়। সে খেলার ফাঁকে তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ থেকে কলা বিভাগে গ্র্যাজুয়েট হয়। ২০১৫তে বেস্ট প্লেয়ার হন। ২০১৬তে দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিচেরিতে খেলার সময় প্লেয়ার্স অফ ডে নির্বাচিত হন। জুনিয়র ও সিনিয়র মিলে বাংলার হয়ে প্রায় ১২টা জাতীয় গেমস খেলেছেন বিশ্বজিৎ। তাঁর ক্যাপ্টেনশিপে বাংলা জুনিয়র টিম রানার্স হয়েছিল। ২০২১ সালে বিশ্বজিৎ কলকাতা কর্পোরেশনে গ্রুপ ডি বিভাগে চাকরি পায়। তাঁর ২৮ বছরের জীবন যুদ্ধে চাকরি পেয়ে জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। একসময় এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। আবার পুলিশের চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। কিন্তু কোনও একটা কারণে দুটোই হল না। সামনেই রাজস্থানে জাতীয় পর্যায়ে গেমস রয়েছে। সেখানে পুরোদমে ফোকাস রয়েছে। অবসর সময়ে ফুটবল ছিল তার প্রাণ।

প্রিমিয়ার ডিভিশনে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সাফল্য কি আবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে

শেষাংশ

আরিফুল ইসলাম : আই.এফ.এ.'র এই সঠিক সিদ্ধান্ত ক্লাবগুলো শুধু নয় ভারতীয় ফুটবল প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হবে। আসলে বিগত আড়াই থেকে তিন দশক দ্বিতীয় - তৃতীয় শ্রেণির বিদেশিদের দাপটে ভূমিপুত্ররা খেলার জায়গা পাচ্ছিল না। ফলে জাতীয় দলে সাপ্লাই লাইনে ব্যাপক ঘাটতি পরে যাচ্ছিল। ফলে যতটা সম্ভব ঘরের ছেলেদের সুযোগ করে দেওয়া। তার ফল কিন্তু হাতেনাতে এই বছরেই পাওয়া গেল। এই লিগে উপহার মহামেডানের ডেভিড লালহাসাঙ্গা ও তন্ময় ঘোষ। কালো - সাদা দলের হয়ে এরা ধারাবাহিক ও দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। এছাড়াও নজরে পড়ার মতো খেলেছে আঙুসানা, বিকাশ সিং, লালরেমসাঙা, দীপু হালদার, অভিজিৎ সরকাররা। এছাড়াও ভালো লেগেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবারের রাহুল পাসোয়ান, মনোহর চাকলাদার, ভবানীপুর ক্লাবের রানা ঘরামী, জিতেন মুর্মুকে। তবে সেরার সেরা ডেভিড। এই মুহূর্তে জাতীয় দলের হয়ে সুনীল ছেত্রীদের জায়গায় খেললে নিরাশ করবে না। মণিপুরের এই ছেলে প্রথম আবির্ভাবেই ১৭ ম্যাচে ২১ টা গোল করে ফেলে সর্বোচ্চ গোলদাতা। যা চমকে দেবার মতো। মধ্যে ডুরান্ড কাপেও সর্বোচ্চ গোলদাতা ও গোল্ডেন বুটের মালিক।

শুধু আই.এফ.এ.কে দোষ দিই বা কেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে'র বর্তমান মালিক মোহনবাগান প্রাক্তন স্বনামধন্য

গোলকিপার গত বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে মহাশয়। তিনি কী করে ভুলে গেলেন খেলোয়াড় জীবনে বলুন বা প্রশাসক জীবনে ফুটবল খেলিয়ে প্রত্যেক দেশের বার্ষিক একটি সূচি বা ক্যালেন্ডার তৈরি হয়ে থাকে। এটা অবশ্যই এ.এফ.সি.-র গাইড লাইন মেনেই। কিন্তু এই কলকাতা লিগ চলাকালীন জোর করে কেন ডুরান্ড কাপকে চুকিয়ে দিয়ে প্রিমিয়ার লিগের এই অনিশ্চয়তা শুধু নয় আই.এফ.এ. শিল্ডের আয়োজন কেও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আই.এফ.এ. কর্মকর্তারা, পড়ুন তৃণমূল নেতারা, নাকি মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে তড়িঘড়ি মহামেডানের ম্যাচ গুলোর সূচি প্রকাশ করে দেয়। ফলে এই গোঁজামিল সূচির জন্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো প্রধানদের খেলাগুলো অধুরা রয়ে যায়। যা আই.এফ.এ.'র হ য ব র ল- র মতো সিদ্ধান্ত। এরই মধ্যে কে বা কারা বা কার উদ্যোগে মহামেডানকে রুখতে ইস্টবেঙ্গল ও খিদিরপুর এফ.সি'র ম্যাচকে এবং মহামেডান ও খিদিরপুর এফ.সি'র ম্যাচকে একই দিনে খেলানো হয়। ইস্টবেঙ্গল খিদিরপুরকে ১০ - ১ গোলে হারায়। মাঠে হাসাহাসি শুরু হয়ে যায় গড়াপেটার গন্ধে। এই সব দেখে খোদ ইস্টবেঙ্গলের দাপুটে কর্তা দেবব্রত(নিতু) সরকাররাও লজ্জায় প্রতিবাদ করেছে। এইসব নোংরামি করছে কারা? আই.এফ.এ. কী করে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল?

কলকাতা লিগ ফুটবলের এই নতুন পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে মর্যাদা দিতে ও গড়াপেটা রুখতে এ.আই.এফ.এফ. না কী প্রাইভেট গোয়েন্দা এজেন্সিকে ভাড়া করেছিল। কোথায় গেল তারা বা তাদের রিপোর্ট? না কী সবটাই কাগুজে বা মিডিয়ারকে দিয়ে ফানুস তৈরি করানো?

এতোগুলো রহস্যজনক তথ্য তুলে ধরার পরও মনে হয় কল্যাণ চৌবে বা অরূপ বিশ্বাসরা বাংলা বা ভারতীয় ফুটবলের মঙ্গল কামনা করেন? এমনিতে তো আই.পি.এল.-এর ২০ - ২০ ক্রিকেট ও বিগত দশকে নীতা আম্বানির ভাড়াটে সৈন্যের আই.এস.এল. ভারতীয় ফুটবলের বস্তুহরণ করেই দিয়েছে। এশিয়ান গেমসের মতো সম্মানের ঐতিহ্যের আসরে কল্যাণ চৌবেদের পরিকল্পনা প্রসূত দেশের সেরা দল পাঠানোর বা কোনও উদ্যোগ বা উৎসাহ নেই। আসলে এই কল্যাণ তো বিজেপি'র ক্ষমতার কল্যাণে এ.আই.এফ.এফ. সভাপতি।

মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে সম্মান বাঁচিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই কলি যুগে বাংলার তথ্য ভারতীয় ফুটবলের বস্ত্রহরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো কেউ আসবেন কী? কারণ সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে। কল্যাণ বা অরূপ বাবুদের এটাও একটা আজাদী কি অমৃত মহোসবের অঙ্গ হতে পারে?

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com